রাঁচি, শুক্রবার
02:02:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>114 >> 18 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১১৪ >> << ১৮ই, মাঘ ১৪৩০>>

জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়লো আরও ছয় মাস

নেপিডোঃ মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা বুধবার জরুরি অবস্থার মেয়াদ ছয় মাস বাড়িয়েছে।গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে উৎখাতের তিন বছর পূর্তির আগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সুচির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার প্রায় তিন মাস পর সুচির সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী বেসামরিক সরকারের পতন এবং ফলাফল অকার্যকর করার কারণ হিসাবে নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির দাবির কথা উল্লেখ করেছে। তবে তারা এই দাবির সপক্ষে যথেষ্ঠ প্রমাণ প্রদর্শন করেনি। এই অভ্যুত্থানের ফলে ব্যাপক গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে সামরিক বাহিনীর একটি মারাত্মক ক্র্যাকডাউনের মাধ্যমে এই বিক্ষোভ দমন করা হয়েছিল। তবে পরে এটি বেশ কয়েকটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 71645.30 -106.81
NIFTY : 21697.97 -28.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	14.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .28 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইমরান খানঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তার স্ত্রীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের একটি বিশেষ ফেডারেল আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে । ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ৭১ বছর বয়সী ইমরান খান ও সাবেক ফার্স্ট লেডি বুশরা বিবির বিরুদ্ধে, সৌদি আরব সরকারের গহনা ও ঘড়িসহ রাষ্ট্রীয় উপহার অবৈধভাবে নিজেদের কাছে রাখা ও বিক্রির অভিযোগ আনা হয়। রায়ে আদালত তাদের দশ বছরের জন্য সরকারি পদে থাকা নিষিদ্ধ করে। সেই সাথে প্রত্যেককে ২৮ লক্ষ ডলারেরও বেশি জরিমানা করা হয়েছে। ইসলামাবাদের নিকটবর্তী এক কারাগারের অভ্যন্তরে এই শুনানি হয়। অন্য আরেকটি পৃথক মামলায় ইমরান খান তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। যার কারণে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবার ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারির সংসদীয় নির্বাচনের আগে ইমরান খানের বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এবং এর আইনি দল ইমরান খানের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। মঙ্গলবার দেশটির এক বিশেষ আদালত ক্ষমতায় থাকাকালে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে ইমরান খান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশিকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেয়। ইমরান খানের আইনজীবী সালমান সফদার সাইফারের রায়কে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, উচ্চ আদালতের মানদণ্ডে এই রায় টিকবে না। তিনি বলেন, গতকাল রাতে এবং আজ ভোরে ১৮ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়, খানের আইনী দলকে আদালতের বাইরে রাখা হয়, তাদেরকে জেলেও ঢুকতে দেয়া হয়নি। ইমরান খানের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের মধ্যে সাইফার নামে পরিচিত একটি গোপন কূটনৈতিক তারবার্তার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার অভিযোগ রয়েছে। ইমরান খান দাবি করেন, ওই কূটনৈতিক তারবার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং পাকিস্তানে আমেরিকান প্রভাব মুক্ত পররাষ্ট্র নীতিতে চাপ প্রদানের কারণে শাস্তি হিসেবে সামরিক সহায়তায় তার সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে। ওয়াশিংটন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

রাশিয়া ইউক্রেনে ২০টি ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে

খারকিভ (এজেন্সী) ঃ বুধবার ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রাতভর হামলায় রাশিয়া ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকা লক্ষ্য করে ২০টি ড্রোন এবং ৩টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ১৪টি ড্রোন ধ্বংস করেছে। মাইকোলাইভ, জাপোরিঝঝিয়া, দিনিপ্রোপেট্রোভস্ক এবং খারকিভ অঞ্চলে ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মঙ্গলবার বলেছেন, বছরের শুরু থেকে রুশ বাহিনী ইউক্রেনে ৬০০ সশস্ত্র ড্রোন এবং ৩৩০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ইউক্রেনের জন্য আরও সহায়তা আটকে থাকার পটভূমিতে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান উইলিয়াম বার্নস নতুন একটি মূল্যায়নে বলেছেন, রাশিয়ার সাথে প্রায় দুই বছরের যুদ্ধে কিয়েভের প্রতি সমর্থন থেকে সরে আসা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ঐতিহাসিক মাপের একটি স্বপ্ররোচিত ভুল হবে।

ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন ডলারের নতুন সহায়তার বিষয়ে কংগ্রেসের একটি ভোট মেক্সিকোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার আইনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তবে নতুন অভিবাসন আইনের বিশদ নিয়ে এখনও সমাধানে আসা যায়নি এবং সামগ্রিক আইনটি ২০২৪ সালের প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের রাজনীতিতে আটকা পড়েছে, যা ইউক্রেনকে আরও সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

তবে মঙ্গলবার ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বার্নস বলেন, যুদ্ধ অবসানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ তৈরি হলে অস্ত্র সরবরাহ প্রবাহিত রাখার বিষয়টি ইউক্রেনকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে।

বার্নস বলেন, কমপক্ষে ৩ লাখ ১৫ হাজার রুশ সেনা নিহত বা আহত হয়েছে, রাশিয়ার যুদ্ধপূর্ব ট্যাংকের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পুতিনের কয়েক দশকের দীর্ঘ সামরিক আধুনিকায়ন কর্মসূচি ফাঁপা হয়ে গেছে।

তবে বার্নস বলেছেন, প্রতিবেশী ইউক্রেনের ওপর হামলা থেকে পুতিনের সরে আসার সম্ভাবনা কম।

ইউক্রেনের চ্যালেঞ্জ হলো পুতিনের ঔদ্ধত্যকে খোঁচা দেওয়া এবং রাশিয়ার যাতে মূল্য দিতে হয় সে ব্যবস্থা করা ... শুধু ফ্রন্টলাইনে উন্নতি করেই নয়, তাদের পেছনে আরও গভীরে আঘাত হানার মাধ্যমেও এগিয়ে যেতে হবে''' বার্নস বলেন।

ইউরোপের বিক্ষোভরত কৃষকরা ব্রাসেলসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

মিলান ঃ বুধবার কৃষকরা বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইতালি জুড়ে মহাসড়ক অবরোধ করে। এর মাধ্যমে তারা প্রধান বন্দর ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ব্যাহত করার চেষ্টা করে। কৃষকরা তাদের পণ্যের আরও ভালো দাম এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর দাবিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ব্রাসেলসের কাছাকাছি চলে গেছে।

বুধবার এই বিক্ষোভের তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েছিল। ইইউর নির্বাহী শাখা ইউরোপীয়ান কমিশন যুদ্ধের সময় ইউক্রেন থেকে সস্তা রফতানি থেকে কৃষকদের রক্ষা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল এবং কৃষকদের পরিবেশগত কারণে পতিত কিছু জমি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন প্যারিসের চারপাশে অবস্থানরত কৃষকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রুঙ্গিস বাজার ও বিমানবন্দর বন্ধ করে রাজধানীতে প্রবেশের যে কোনো প্রচেষ্টা 'রেড লাইন' হিসেবে বিবেচিত হবে। রুঙ্গিস বাজার থেকে প্যারিস এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে তাজা খাবার সরবরাহ করা হয়।

বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামে চরম বিক্ষোভ হতে যাচ্ছে। সেখানে কৃষকরা সরকারি নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের সময় ইইউ সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ করার পরিকল্পনা করছে। তাদের চাওয়া হলো, শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে যাতে তাদের সমস্যাগুলোর উল্লেখ থাকে এবং চিলি ও নিউজিল্যান্ডের মতো দূরবর্তী দেশগুলোর কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় আদায় করতে চাইবে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, ইইউ কৃষকদের তীব্র বিরোধিতার কারণে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত রাখতে চান এবং তিনি সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ইইউ সরকারগুলো বিক্ষোভকে চরম সতর্কতার সাথে বিবেচনা করছে। বেশিরভাগ বিক্ষোভই শান্তিপূর্ণ ছিল। স্পেনের কৃষকরাও এই বিক্ষোভে তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে প্রস্তুত ছিল। তিনটি প্রধান স্প্যানিশ কৃষক সমিতি ইইউর অত্যধিক নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি পরিবর্তনের দাবিতে সামনের সপ্তাহগুলোতে বিক্ষোভ শুরু করতে সম্মত হয়েছে।

গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলি বাহিনীর হামলা

গাজা ঃ সাময়িক যুদ্ধবিরতির আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেই ইসরাইলি বাহিনী বুধবার গাজা ভূখণ্ডে নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে। গাজা শহরেও হামলা চালিয়েছে তারা। সামরিক বাহিনী বলছে, স্থল অভিযানের সময় তারা সেখানে ১৫ জন জঙ্গিকেও হত্যা করেছে। গাজার দক্ষিনাঞ্চলের প্রধান শহর খান ইউনিসে অসংখ্য বিমান হামলা এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ের খবর জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলের পাল্টা হামলার পর থেকে হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ হাজার ৯০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার কায়রো সফরের কথা রয়েছে। আলোচনায় গাজায় যুদ্ধ বন্ধ এবং হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার হানিয়া বলেন, হামাস যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করছে। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য হামাসের দীর্ঘদিনের দাবির ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি।

হানিয়া বলেন, গাজার ওপর অন্যায় আগ্রাসনের অবসান ঘটানো এবং দখলদার বাহিনীকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যবস্থা করাই এখন অগ্রাধিকার পাবে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরাইল তার লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত গাজা থেকে পুরোপুরি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব নয়। হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করার অঙ্গীকার করেছেন নেতানিয়াহু। যাতে ভবিষ্যতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আর কোন হামলা চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে চান তিনি। প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, কাতার ও মিশরীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার পর সম্ভাব্য নতুন চুক্তির রূপরেখা তৈরি করা হয়।

নভেম্বরে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতিতে প্রায় শতাধিক ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেয় হামাস। বিনিময়ে ইসরাইলের কারাগারে আটক ২৪০ ফিলিস্তিনি মুক্তি পায়। হামাসের হাতে এখনো আরও ১০০ জন জিম্মি আটক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

বার্তা

যুক্তরাষ্ট্রের কোন ঘাঁটিতে হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে এই প্রথম আমেরিকান সৈন্য নিহত হবার ঘটনা ঘটল

ইরান সমর্থিত জঙ্গী হামলা ঠেকাতে একাধিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ঃ ইরান সমর্থিত জঙ্গিদের ড্রোন হামলায় আমেরিকান সৈন্য নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র একাধিক পদক্ষেপের' প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক তখনই ইরানের ইরাকভিত্তিক প্রক্সি দলগুলোর অন্যতম শক্তিশালী নেতা কাতাইব হিজবুল্লাহ ওই অঞ্চলে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সামরিক অভিযান স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার বলেন, ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তের কাছে জর্ডানে তাদের একটি ঘাঁটিতে হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন সৈন্য নিহত ও ৪০ জনের বেশি আহত হয়েছে। এ কারণেই তিনি সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাইডেন বা তার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কারবি বলেন, আমেরিকান সৈন্য ও স্থাপনায় হামলা চালানো গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা হ্রাস করতে চান তারা। তাছাড়া ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরে যারা তাদের সমর্থন করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কঠোর সংকেত পাঠানোই এর লক্ষ্য।

তিনি বলেন যে আমেরিকান সৈন্য ও স্থাপনা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যা করা দরকার প্রেসিডেন্ট তাই করবেন।

গত ৭ অক্টোবর গাজায় হামাসের সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের কোন ঘাঁটিতে হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে এই প্রথম আমেরিকান সৈন্য নিহত হবার ঘটনা ঘটল।

ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া গোষ্ঠী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। পেঃটাগন বলছে, ড্রোন হামলায় ইরান সমর্থিত ইরাকি মিলিশিয়া গোষ্ঠী কাতাইব হিজবুল্লাহর লক্ষণ রয়েছে। যদিও এ ঘটনায় দায়ীদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত কিছু বলেনি। মঙ্গলবার কাতাইব হিজবুল্লাহ বলেছে, ওই অঞ্চলে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান স্থগিত করা হয়েছে। ইরাকি সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তারা। গোষ্ঠীটির মহাসচিব আবু হুসেইন আল-হামিদাউয়ি টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, গাজায় আমাদের জনগণকে রক্ষা করতে আমরা অন্যান্য সকল চেষ্টা বজায় রাখব।

শত্রুতা বন্ধে কাতাইব হিজবুল্লাহর বিবৃতির পর ওয়াশিংটন তার পরিকল্পনা বদল করবে এমনটা মনে হচ্ছে না। পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, কথার চেয়ে কাজ বেশি কথা বলে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা জানায়, মঙ্গলবার রাতে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানি ইরানি সাংবাদিকদের বলেছেন, দেশ, স্বার্থ ও নাগরিকদের ওপর যে কোনো হামলার স্পষ্ট জবাব দেবে ইরান।

আঞ্চলিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি ঠেকাতে বাইডেন তার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি না মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে সর্বাত্মক যুদ্ধ বন্ধে, ইরান ও তার প্রক্সিদের ঠেকানো বাইডেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রিপাবলিকানদের সমালোচনা এড়ানোর পাশাপাশি ওয়াশিংটনকে সঙ্ঘাতের বাইরেও রাখতেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে এটি।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

আজ বিশ্ব জলাভূমি দিবস ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কল্পনা করা অমৃত ধরোহর উদ্যোগে প্রতিফলিত হয়

নির্মাল্যগাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আজ ২ রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জলাভূমি দিবস। বিশ্বজলাভূমি দিবস পালনের লক্ষ্যহলোজলাভূমিসংরক্ষণওপুনরুদ্ধারেরগুরুত্বতুলেধরা। বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে সাংবার্ষিক আকারে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে। জলাভূমি সংক্রান্ত সম্মেলনে সাক্ষর গ্রহণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতেই এ দিবস পালন। ১৯৭১ সালের এ দিনে কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী ইরানের রামসার শহরে জলাভূমি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে জলাভূমির আন্তর্জাতিক উপযোগিতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী এ দিবস উদযাপিত হয়েছিল এবং সেই থেকেই এই দিবসের পালন হয়ে আসছে।

গুরুত্ব

জলাভূমি হলএক অনন্য ইকোসিস্টেম যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন করে। তারাজলপরিশোধন, উপকূলসুরক্ষা, বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলএবং কৃষিও পর্যটনেরজন্যসহায়তা সহ অসংখ্য সুবিধাপ্রদানকরে। জলাভূমি বিভিন্নমানবিক কর্মকাণ্ডযেমন নগরায়ন, কৃষি এবংদূষণেরকারণেনষ্টহয়েযায়। এরফলেজলাভূমিএলাকাহ্রাসপেয়েছেএবংবন্যপ্রাণীরজন্যঅনেক গুরুত্বপূর্ণআবাসস্থলচিরতরে হারিয়েগেছে।বিশ্বজলাভূমিদিবসেরলক্ষ্যহলজলাভূমিসংরক্ষণও পুনরুদ্ধারেরগুরুত্বতুলেধরাযাতে তাদেরঅব্যাহতবেঁচেথাকাএবংতাদেরউপরনির্ভরশীলপ্রজাতিরবেঁচেথাকাসুনিশ্চিতকরাহয়।

থিম বিশ্বজলাভূমি দিবসের থিমপ্রতিবছর পরিবর্তিতহয়। সাম্প্রতিক থিমগুলি জলবায়ু পরিবর্তনে জলাভূমির ভূমিকাএবং জলাভূমি শিক্ষারগুরুত্বের মতন বিষয়গুলির উপরদৃষ্টিনিবদ্ধকরে। বিশ্বজলাভূমি দিবস উদযাপনের জন্যবিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলি অনুষ্ঠিতহয়, যারমধ্যেশিক্ষামূলকঅনুষ্ঠান, পাখি দেখার অভিযানএবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাপ্রকল্প রয়েছে। দিনটি১৭২টি দেশজুড়ে বিভিন্নঅনুষ্ঠানের সঙ্গেপালন করা হয়।

২০২৪এর থিম জলাভূমি এবং মানব সুস্থতা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে জলাভূমি এবং শারীরিক, মানসিক এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য সহ মানুষের সুস্থতার বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগের উপর ।জলাভূমিগুলি এক লক্ষের বেশি প্রজাতির জন্য অত্যাবশ্যক মিষ্টি জল সরবরাহ করে তাদের আবাস ছাড়াও।

ইতিহাস

১৯৬০এরদশকেরগোড়ারদিকে, বিজ্ঞানীরা জলাভূমির পরিবেশগতগুরুত্বনিয়েআলোচনাশুরু করেছিলেন। সেইসময়ে প্রচলিতপ্রজ্ঞাবন জঙ্গল ব্যতীত এলাকাগুলির পরিবেশগত গুরুত্বকেউপেক্ষা করেছিল। ফলস্বরূপ জলাভূমি অঞ্চলগুলি শোষণও অবক্ষয়েরশিকার হতে শুরু করে। রামসারসাইটগুলি এইজটিলজলাভূমিগুলিরমধ্যেএকটিছিল যা পরিবেশগত ঝুঁকিতেছিল। এই অঞ্চল গুলিকেরক্ষাকরার জন্যইরানের প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী ইসকান্দারফিরোজ, জলাভূমি পরিবেশেবিশেষজ্ঞদুইবিজ্ঞানীফ রাসিলুকহফম্যানএবংজিওফ্রেম্যাথিউসেরসঙ্গে জলাভূমি সুরক্ষার জন্যএকটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকরার জন্য একটি সংস্থাগঠন করেছিলেন। এরফলে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমির উপর রামসারকনভেনশন বিশেষ করে জলপাখির আবাসস্থল বা১৯৭১ সালে রামসারকনভেনশন গ্রহণওতৈরিকরা হয়। কনভেনশনটিএকটিনির্দিষ্টধরনেরপরিবেশগতএলাকারক্ষারউপরদৃষ্টিনিবদ্ধকরাএকমাত্রআন্তর্জাতিকচুক্তি।

জলাভূমিগুলি মানবতাকে টিকিয়ে রাখে, যার উদাহরণ জলাভূমির ধানে জন্মানো ধান, ৩০০ কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য, যা বিশ্বব্যাপী খাদ্যের ২০ অবদান রাখে।উপরন্তু, জলাভূমি প্রাকৃতিক শোষক হিসেবে কাজ করে, বৃষ্টিপাতের প্রভাব প্রশমিত করে এবং বন্যা ও ঝড়ের ঝুঁকি কমায়। তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফুড এন্ড এগ্রিকাল্চার অর্গানাইজেশন - এফএও) সক্রিয়ভাবে জলাভূমি সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার, এবং টেকসই ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করার জন্য সক্রিয়ভাবে জড়িতরয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে, যার মধ্যে শস্য ওপশুসম্পদ উৎপাদন, বনায়ন, মৎস্য ও জলজ পালন, সমন্বিত ভূমি ও জলসম্পদব্যবস্থাপনার প্রচারের পাশাপাশি, এবং জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য এবংবিভিন্ন সেক্টরের প্রতিযোগী চাহিদার দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।এফএও, রামসার কনভেনশন সেক্রেটারিয়েটএবংইতালির পরিবেশ ও শক্তি নিরাপত্তা মন্ত্রকেরসহযোগিতায়, ২ফেব্রুয়ারি ২০২৪তারিখে এফএওসদর দপ্তরে এবং অনলাইনে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপনের আযোজন করেছে। উদযাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

(i) জলাভূমি এবং মানুষের সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

(ii) এক স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলাভূমির অবদান তুলে ধরে

(iii) জলাভূমি এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য কৃষি সমাধান শেয়ার করুন এবং

(iv) এফএওসদস্য এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ এবং অংশীদারিত্বকে অনুপ্রাণিত করুন।

ভারতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদব বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৪এর প্রাক্কালে বলেছেন, ভারত আরও পাঁচটি জলাভূমি মনোনীত করে রামসার সাইটের (আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি) সংখ্যা বিদ্যমান ৭৫ থেকে ৮০এ উন্নীত করেছেরামসার সাইট হিসাবে।এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে শ্রী যাদব জানিয়েছেন যে তিনি রামসার কনভেনশনের সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ মুসোন্ডা মুম্বার সাথে দেখা করেছেন যিনি উপরোক্ত পাঁচটি সাইটের শংসাপত্র হস্তান্তর করেছেন।

শ্রী যাদব আরও বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের উপর যে জোর দিয়েছেন তা ভারত তার জলাভূমির সাথে কীভাবে আচরণ করে তার একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে এবং এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কল্পনা করা অমৃত ধরোহর উদ্যোগে প্রতিফলিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক রাজ্যগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যেগুলির জলাভূমিগুলি রামসার সাইটগুলির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবিতে মালদার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ধরনা আদিবাসীদের

মালদা ঃ ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবিতে মালদার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ধরনা আদিবাসীদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। আহত এক এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ এক পুলিশ কর্মী। উল্লেখ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া হয়েছিল । প্রায় দু'ঘণ্টা শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকার পরও জেলাশাসক দেখা না করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আদিবাসীরা। এরপর সদর দরজার গেট দিয়ে জেলাশাসকের দপ্তর প্রবেশের মূল দরজা এসে পৌঁছান তারা। এরপরই শুরু হয় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। পরে জেলাশাসক দপ্তরের প্রবেশ এবং বাহির পথ দুই আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসীরা। জেলাশাসক দেখা করা না পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলবে বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা।

শিলিগুড়িতে বাংলাবিহার সীমান্তে ২০টি গরুসহ গ্রেফতার ৫ পাচারকারী

শিলিগুড়িঃ ফের খড়িবাড়ির বাংলা বিহার সীমান্তে ২০ টি গরু সহ গ্রেপ্তার পাঁচ পাচারকারী।ধৃত দের নাম অনিল কুমার (৫৪) পবন কুমার(৪৩)অরুণ ভোলা(২০)বিকাশ রাঠোর(২৩) রফিউল ইসলাম (৩৩) প্রথম চার জন হরিয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা এবং বাকি একজন আসাম রাজ্যের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে প্রতিদিন মত খড়িবাড়ির চক্করমারিতে নাকা চেকিংয়ের সময় বাংলা বিহার সীমান্তের দুটি কন্টেনারকে থামিয়ে তল্লাশি করলে ২০ টি গরু উদ্ধার করা হয় ।তবে গরুর কোন বৈধ নথি পত্র দেখাতে না পারলে গরু গুলোকে খোয়ারে দেওয়া হয়। ধৃত দের আজ শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী উদয়ন গুহ হাট শেডের উদ্বোধন করেন

আলিপুরদুয়ারঃ শামুকতলা হাটের হাট শেডের কাজের উদ্বোধন হল বুধবার । এদিন হাট শেডের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী উদয়ন গুহ । এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলেই শামুকতলা হাটে কুড়িটিরও বেশি হাট শেড তৈরী করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকুল্যে হাট শেডের কাজের শুভ সূচনা হয়। মন্ত্রী তার ভাষণে বলেন হাট শেডের পাশাপাশি সোলার লাইট থেকে শুরু করে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন । তিন কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে এই হাট শেড গুলি তৈরি করতে।

পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে উত্তোলন করা হয়েছে ভারতবাংলাদেশের পতাকা

শিলিগুড়ি ঃ ভারতের মাটিতে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির, যেখানে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকাও ওড়াতে দেখা গেছে। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে শিলিগুড়িতে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশের পতাকা। গতকাল রাতে বাংলাদেশের পতাকা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করে আয়োজক ভারত বাংলাদেশ যুব মৈত্রী পরিষদের সদস্যরা। এই ঘটনার নিন্দা জানান তারা। একইসঙ্গে এই ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর কথাও জানিয়েছেন তারা। অন্যদিকে এই ঘটনার নিন্দা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও। তিনি বলেন যারা এধরণের কাজ করেছে তারা শাস্তির যোগ্য। এই ঘটনা একেবারেই নিম্নমানের।

আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামে আয়োজিত হল চা ও আদিবাসী উৎসব

আলিপুরদুয়ারঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামে আয়োজিত হল চা ও আদিবাসী উৎসব। এদিনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জানান প্রতিটি চা বাগানের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন চা শ্রমিককে এদিন পুরস্কৃত করা হয়েছে ।

বাড়ি থেকে বাথরুমের যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি

বামনগোলা ঃ বাড়ি থেকে বাথরুমের যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। সাতসকাল এক ৫৫ বছর বয়সী ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য বামনগোলা থানায় পাকুয়াহাট এলাকার হাটখোলায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাত্রিবেলা বাথরুমে নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি। তারপর বাড়িতে না আসায় খোঁজাখুঁজি করলে পরে বৃহস্পতিবার সাতসকাল ওই ব্যাক্তি কে হাটখোলায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এলাকার লোকজন । জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল ওরাও (৫৫) বাড়ি পাকুয়াহাট এলাকার মির্জাপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদের উদ্ধার করে, ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্যই বন্ধুত্বপূর্ণ এই ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন

কালিয়াগঞ্জ ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে বুধবার ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পুরিয়া মহেশপুর হাইস্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানে যুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্যই বন্ধুত্বপূর্ণ এই ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে পুরিয়া মহেশপুর হাইস্কুল। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলিত করে এই ভলিবল প্রতিযোগিতার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাপ্পা সরকার, সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ নুরি চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দেবসিংহ প্রমুখ। পুরিয়া মহেশপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমিতকুমার মজুমদার বলেন এবছর কালিয়াগঞ্জের মোট হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের টিম নিয়ে এই ভলিবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মী কে বিজেপি দুস্কৃতরা তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে

কোচবিহার ঃ তৃণমূল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দিনহাটার গোসানিমারি এলাকায়। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোপ আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূলের অভিযোগ গতকাল রাতে গোসানিমারি এলাকার বাবলু বৈশ্য নামে ওই তৃণমূল কর্মী কে বিজেপি দুস্কৃতরা তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজ গোসানিমারি বাজার বন্ধ রেখে রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

২৭শে জানুয়ারি কোচবিহার শহীদবাদ সংলগ্ন ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে একটি তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে

কোচবিহার ঃ স্থায়ী সম্মান জনক কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রের দায়িত্বে বেকারত্বের অবসান নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল এসএফআই, ডি ওয়াই এফ আই এবং ডিআইই । বুধবার দুপুর ১.৩০ টা নাগাদ এই তিন সংগঠনের সদস্যরা যৌথভাবে কোচবিহার প্রেসক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন এই উদ্যোগের কথা। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, আগামী ২৭শে জানুয়ারি কোচবিহার শহীদবাদ সংলগ্ন ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে একটি তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে. এই তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠানের মূল বিষয় থাকছে চাই স্থায়ী সম্মানজনক কর্মসংস্থান, রাষ্ট্রের দায়িত্বে বেকারত্বের অবসান. এই তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠানে গোটা জেলা জুড়ে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে পাশাপাশি এখানে আগত বক্তারাও যেকোনো রকমের প্রশ্ন করতে পারেন.

রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে উন্মাদনা কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে

শিলিগুড়ি ঃ রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে উন্মাদনা কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।শিলিগুড়ির হাসমিচকে বিধান ভবন কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, সর্বভারতীয় যুব সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক নাদিম প্যাটেল সহ জেলা যুব সভাপতি রহিত তেওয়ারি।রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার বিস্তারিত ব্যাখা করে শংকর মালাকার জানান, ইতিমধ্যে ব্যানার হোর্ডিং, মাইকিং শহর জুড়ে চলছে।শিলিগুড়ি থানার সামনে ভারত জোড়ো যাত্রা এসে পৌঁছাবে।পরে হাসমিচকে একটি সভা করা হবে। এরপর মহানন্দা নদীর সামনে মহাত্মা গান্ধী চকে আরেকটি সভা করে সোজা বাগডোগরা হয়ে সোনাপুর চলে যাবে এই যাত্রা।পাশাপাশি তিনি এও জানান,এই যাত্রার সম্পূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি দেখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে।

ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের রামমার্ডি হাইস্কুল মাঠে জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়

মালদা ঃ প্রশাসনের উদ্যোগে পুরাতন মালদায় সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শুরু হলো জনসংযোগ কর্মসূচি। পুরাতন মালদা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাড়ায় সমাধান অথবা সমস্যা সমাধান কর্মসূচি চলবে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। বুধবার পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের রামমার্ডি হাইস্কুল মাঠে জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেজুতি পাল মাইতি সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের অন্যান্য কর্তারা। এদিন পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি জানিয়েছেন, এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে এসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার না মেলার বিষয়ে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। সে ক্ষেত্রে অভিযোগকারীদের জানিয়েছি আবেদনপত্রে কোথাও কোনো রকম ত্রুটি থাকলে সমস্যা হতে পারে। তবে যারা এই ধরনের অভিযোগ করেছেন, তাঁদের দ্রুত সেই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও জানানো হয়েছে। এছাড়াও রাস্তা , পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিষেবার নিয়ে কোনোরকম অভাব অভিযোগের কথা কেউ বলে নি। এতেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ মানুষ দেখতে পাচ্ছে । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রামবাসীদেরও সচেতন হতে হবে । সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে আবেদন করার কথাও জানানো হয়েছে। একইরকম ভাবে পুরাতন মালদা ব্লকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এই জনসংযোগ কর্মসূচি চলবে।

বিজেপির সুবিধা করতেই একা চলার রাজনীতির করতে চলেছে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি

মালদা ঃ কংগ্রেসকে সমর্থন করে ইন্ডিয়াজোটে সামিল হয়েছিল তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু আজকে বিজেপির সুবিধা করতেই একা চলার রাজনীতির করতে চলেছে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। আসলে পিসি ভাইপো নিজেদের রক্ষা করার জন্য মোদী - শাহকে সন্তুষ্ট করেছে। মালদায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ৩৮ তম রাজ্য সম্মেলনে এসে এভাবেই তৃণমূলকে তুলোধোনা করেছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। বুধবার এসএফআইএর রাজ্য সম্মেলনের ছিল শেষ দিন। ইংরেজবাজার শহরের এই সম্মেলনের সভায় যোগ দিতে গিয়েই সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা আলোচনায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, যখন বিরোধী সব দলগুলি, গোটা দেশজুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে, সেই সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপিকে সাহায্য করেছে। আসলে বিজেপি এবং আরএসএসএর বাইরে তৃণমূল বেড়াবে না। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিন আরও বলেন, রাহুল গান্ধী ভারতজড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে । গোটা দেশ জানে, অথচ মমতা ব্যানার্জি জানেন না। আসলে আরএসএস বলেছে রাহুল গান্ধী সম্পর্কে একটু বিষাদাগার করতে।

শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, এটা সম্পূর্ণ নাটকবাজি হচ্ছে। আসলে যে সময় ইডি আধিকারিকেরা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল, তখন প্রচুর নথিপত্র পাওয়া যেত । সেটা বুঝতে পেরেই তখন হামলা হয়েছিল। ঘটনার কুড়ি দিন পেরিয়ে গেল পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। এখন ১২৫ জন জওয়ান নিয়ে অভিযান চলেছে। তাতে কোনো লাভ নাই। শেখ শাহাজানের বাড়িতে আর কিছুই থাকবে না। সবকিছুই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে শেখ শাহাজাহান রাজ্য পুলিশের ঘেরাটোপে রয়েছে তা পরিস্কার।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী আরো বলেন, ডিএ আন্দোলন করছেন যারা, সেইসব সরকারি কর্মচারীদের আমরা যথাযথ সমর্থন জানাই। কারণ, মন্ত্রীদের মাইনে বাড়ছে । আর সরকারি কর্মীরা ডিএ পাচ্ছেন না, এটা ন্যায় সংযত নয়। মেডিকেল কলেজে সংরক্ষিত আসনে ভর্তি প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ উঠেছে। এই ভর্তির বিষয়টি নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগে উঠতে শুরু করেছে।ফলে হাইকোর্ট যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিতে চলেছে।

এদিকে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর তারই বিরোধীগোষ্ঠী কাজল শেখকে বীরভূমের সভাধিপতি করা করেছে। কোর কমিটির মধ্যেও রেখেছে। এখন দেখা যাচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলের প্রতি দিল্লি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে। ফলে যে কোন সময় উনি ছাড়া পেতে পারেন , তাই এখন আবার অনুব্রত মণ্ডলের মন পেতে কাজল শেখকে ধমক দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, উনি জেলে আছেন। তাকে জেরা করার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি প্রযোজন । সেইজন্য মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি এডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন অনুমতি নেওয়ার জন্য। ফলে পার্থ চ্যাটার্জিকে জেরা করলে অনেক রহস্যের উদঘাটন হবে।

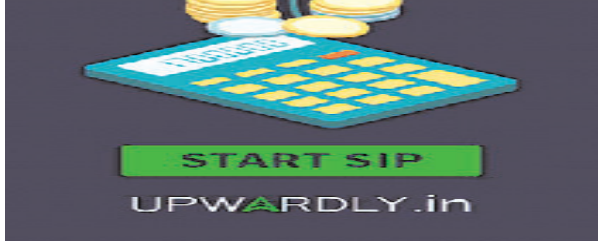

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অমর একুশে বইমেলা শুরু

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি মাসব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন। মেলা উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার২০২৩ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা ঃদ্বিতীয় খন্ড'সহ কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

'পড়ো বই, গড়ো দেশ ঃ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে বাংলা একাডেমি এবারের বইমেলার আয়োজন করছে। মোট ৩৭টি প্যাভিলিয়নসহ বইমেলায় ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯৩৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমি মাঠে ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৪টি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বছর ৬০১টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোট ৯০১টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। প্রতি কর্মদিবসে বইমেলা বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং সরকারি ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং দুপুরের খাবার ও নামাজের জন্য এক ঘণ্টা বিরতি থাকবে। যে কোনো ধরনের সমালোচনা এড়াতে এ বছর বাংলা একাডেমি এককভাবে মেলার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে উল্লেখ করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, আজ সকালের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হবে। কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, আগের বছরগুলোতে কিছু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি মেলার আয়োজনে জড়িত ছিল, যার ফলে গত বছর কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মাসব্যাপী সেমিনারের পাশাপাশি শিশুকিশোরদের জন্য ছবি আঁকা, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ২৩ জানুয়ারি ডিজিটালাইজড লটারি সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোনো এবং নতুন তালিকাভুক্ত প্রকাশনার জন্য স্টল বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়েছিল। অমর একুশে গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, বিগত বছরের মতো এবারও মেলার মূল মঞ্চ হবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও 'লেখক বলছি' মঞ্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হবে। রমনা কালী মন্দিরের পাশে সাধুসঙ্গ এলাকায় 'শিশু চত্বর' স্থাপন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ বছর ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার২০২৩ দেওয়া হয়। বিভাগগুলো হলো কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধগবেষণা, অনুবাদ, নাটক, শিশুসাহিত্য বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, পরিবেশবিজ্ঞান ক্ষেত্র, জীবনী এবং লোক কাহিনি। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন ঃ শামীম আজাদ (কবিতা), ঔপন্যাসিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী (যৌথভাবে কথাসাহিত্যে), জুলফিকার মতিন (প্রবন্ধগবেষণা), সালেহা চৌধুরী (অনুবাদ), নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক (যৌথভাবে নাটক), তপঙ্কর চক্রবর্তী (শিশু সাহিত্য), আফরোজা পারভিন এবং আসাদুজ্জামান আসাদ (মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণা), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং মো. মজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষণা), পক্ষীবিদ ইনাম আল হক (পরিবেশবিজ্ঞান ক্ষেত্র), ইসহাক খান (জীবনী) এবং তপন বাগচী ও সুমন কুমার দাস (যৌথভাবে লোক কাহিনী)।

বইমেলার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ডিএমপি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মেলার নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ডিএমপি বইমেলা মাঠের ভেতরে ও বাইরে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করবে এবং মেলার আশপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াচ টাওয়ার ও ফায়ার টেন্ডার স্থাপন করা হবে। মেলার মাঠ ও এর আশপাশের এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন নজরদারিতে থাকবে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার হাবীবুর রহমান। ডিএমপি টিমগুলোকে পুরো অনুষ্ঠানস্থলে নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং পাশাপাশি কোন ধরনের গুজব ঠেকাতে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর করা হবে।

ইউক্রেনের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করতে পারলো ইইউ

ইউক্রেন ঃ হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে ইউক্রেনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা তহবিল এতকাল আটকে ছিল। ব্রাসেলসে ইইউ শীর্ষ সম্মেলনের শুরুতেই সেই জট ছাড়ানো সম্ভব হলো।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নিতে হয় বলে মাত্র একটি দেশের আপত্তিও ২৭ সদস্যের রাষ্ট্রজোটের ঐকমত্যে চিড় ধরাতে পারে। হাঙ্গেরির চরম জাতীয়তাবাদী শীর্ষ নেতা ভিক্টর ওরবান সেই ভেটো ক্ষমতা বার বার প্রয়োগ করায় ব্রাসেলসে ক্ষোভ ও বিরক্তি বাড়ছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল করে তোলায় তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ইইউ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। অথচ তাঁর সম্মতির বিনিময়ে সেই শাস্তি বার বার লাঘব করতে বাধ্য হচ্ছে ব্রাসেলস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া এমন নেতার প্রভাবপ্রতিপত্তি কমানো সম্ভব নয়।

ইউক্রেনের জন্য ইইউর চার বছরের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার পথেও বাধা সৃষ্টি করে এসেছেন ওরবান। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে বদ্ধপরিকর শীর্ষ নেতারা। ডিসেম্বরের সম্মেলনে সেই জট ছাড়ানো সম্ভব হয় নি। ফলে ৫,০০০ কোটি ইউরো অংকের সেই সহায়তার অভাবে ইউক্রেন কঠিন সমস্যায় পড়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে পরিচিত ওরবানের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়েছে। একই কারণে ওরবান এখনো সুইডেনের ন্যাটোয় অন্তর্ভুক্তির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন না দেওয়ায়ও চাপের মুখে রয়েছেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার সম্মেলনের শুরুতেই হাঙ্গেরির সঙ্গে তহবিলের প্রশ্নে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। ওরবানের একটি দাবি আংশিকভাবে মেনে নিয়ে ইইউ নেতারা দুই বছর পর ইউক্রেনের জন্য সহায়তা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ দিতে রাজি হয়েছেন। তবে প্রতি বার ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। অ্যামেরিকায় রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ইউক্রেনের জন্য সহায়তা থমকে থাকায় ইইউর সহায়তা ইউক্রেনের জন্য বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছিলো। হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে এবারও ইইউ যদি সেই তহবিল ইউক্রেনের নাগালে আনতে না পারলে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সে দেশ কঠিন সমস্যায় পড়তো। চলতি বছর বসন্ত কালেই ইউক্রেনের সরকারের পক্ষে বিপুল বাজেট ঘাটতি সামলে দেশ চালানো কঠিন হয়ে পড়তো। ইউরোপ থেকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তার আশ্বাস সে দেশের জন্য স্বস্তিকর হবে।

বার বার হাঙ্গেরির বাধার পরিপ্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক সহায়তার বিকল্প সন্ধানেরও চেষ্টা চলছিল। জার্মানি ইইউ সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ইউক্রেনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো জোরালো করে সহায়তার পথ খোলা রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। তাছাড়া ইউরোপিয়ান পিস ফেসিলিটি বা ইপিএফ নামের তহবিলে আরো ৫০০ কোটি ইউরো যোগ করে ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহ বাড়ানোর প্রস্তাবের কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও মার্চ মাসের জন্য দশ লাখ কামানের গোলা পাঠানোর

প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হবে না বলে ইইউ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ইপিএফ তহবিল সম্পর্কেও হাঙ্গেরির সমালোচনা বাড়ছে।

এমন পরিস্থিতিতে হাঙ্গেরির উপর চাপ আরো বাড়ানোর উপায় নিয়েও জল্পনাকল্পনা চলছে। ফিনান্সিয়াল টাইমস সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে হাঙ্গেরির জন্য যাবতীয় ইইউ সাহায্য বন্ধ করার সম্ভাব্য প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। ওরবান এমন 'হুমকি'র কড়া সমালোচনা করে সেই উদ্যোগকে 'ব্রাসেলস ব্ল্যাকমেল ম্যানুয়াল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমন চরম শাস্তির ক্ষেত্রেও ঐকমত্য নিয়ে সংশয় রয়েছে।

মোদী সরকারের ভোটের বাজেটে লক্ষ্য নারী, যুব, গরিব, কৃষক

নয়া দিল্লি ঃ ভোটের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে বড় কোনো ঘোষণা হলো না ঠিকই, তবে নারী, গরিব, কৃষক ও যুবদের গুরুত্ব দেয়া হলো। ২০১৯ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে আয়কর কমানো হয়েছিল। তার আগে কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবারের বাজেটে সেরকম জনমোহিনী ঘোষণা কম। আয়করের ক্ষেত্রে কোনো বদল করা হয়নি। ভোটের বছরে আয়কর হার বাড়বে, এমন চিন্তা অকল্পনীয়। তবে কমানোর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেই পথে হাঁটেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শুধু আয়করের হার কমানো বা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি তাই নয়, জিএসটির হারেও কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। যদিও ভারতে এই বার আয়কর ও জিএসটির ক্ষেত্রে সরকারের অনেক বেশি বাড়তি রাজস্ব আদায় হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই দুই ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়নি। নির্মলা সীতারামন বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ''সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে নারী, গরিব, যুব ও কৃষকদের উপর।'' নারীদের ক্ষেত্রে তাঁর ঘোষণা, ''লাখপতি দিদিদের সংখ্যা দুই কোটি থেকে তিন কোটি করা হবে।'' এই 'লাখপতি দিদি'র প্রকল্প গত অগাস্টে ঘোষণা করা হয়। কারিগরি নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে মেয়েদের বার্ষিক আয় এক লাখ টাকা করা। এতদিন লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই কোটি নারীকে লাখপতি করা হবে। অন্তর্বর্তী বাজেটে বাড়িয়ে তিন কোটি করা হয়েছে। সব আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত বিমা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া অর্থমন্ত্রী দেশের নয় থেকে ১৪ বছর বয়সি মেয়েদের 'সার্ভাইক্যাল ক্যানসার' প্রতিষেধক টিকা বিনা পয়সায় দেয়ার কথা বলেছেন। গরিবদের জন্য বাড়তি আরো দুই কোটি বাড়ি সরকার করে দেবে বলে জানানো হয়েছে। মৎস্যজীবীদের আরো সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। মধ্যবিত্তদের জন্যও আবাসন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন নির্মলা। তাছাড়া এক কোটি বাড়ির মাথায় কেন্দ্র সৌরপ্যানেল বসাবে। এক কোটি পরিবারকে তিনশ ইউনিট সৌর বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দেয়া হবে। নির্মলা বলেছেন, বিমানবন্দরের প্রসার ঘটানো হবে। ভারতের বিমানসংস্থাগুলি নতুন এক হাজার বিমান কিনছে। রেলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ৪০ হাজার বগিকে বন্দে ভারতের মানে উন্নীত করা হবে। তিনটি রেল করিডরের ঘোষণা করেছেন নির্মলা। খনিজ, শক্তি ও সিমেন্টের করিডর হবে। মালদ্বীপে চিনপন্থি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। ভারতীয়দের আরো বেশি করে লাক্ষাদ্বীপে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, লাক্ষাদ্বীপে উন্নত পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। নির্মলা জানিয়েছেন, রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ আরো কমানো হবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট বক্তৃতায় একবার রামমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''২২ জানুয়ারি, ২০২৪এ অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনপর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন।'' প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত রায়চৌধুরী ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''এটা পুরোপুরি ভোটের দিকে তাকিয়ে বাজেট করা হয়েছে। সার, খাবার জিনিসের উপর ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে। যুব, কৃষক, নারীদের প্রকল্পে অর্থ অনেক বাড়ানো হয়েছে।'' জয়ন্ত জানিয়েছেন, ''প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নৌবাহিনীর বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ভারত মহাসাগরে চীনের নৌবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে নিজেদের নৌবাহিনীর ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেই কাজটাই করার জন্য নৌবাহিনীর অর্থবরাদ্দ বেড়েছে। ''

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ''এই অন্তর্বর্তী বাজেটে ধারাবাহিকতার আত্মবিশ্বাস আছে। এর ফলে যুবা গরিব, মহিলা ও কৃষকদের ক্ষমতায়ণ হবে। এই বাজেট দেশের ভবিষ্যতকে নির্মাণ করবে। ২০৪৭ সালে উন্নত ভারত তৈরির ভিত্তি স্থাপন করবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক লাখ কোটি টাকার তহবিল বানানোর কথা বলা হয়েছে।'' সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, ''বাজেটে পরিকাঠামোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে অর্থ বাড়ানো হয়েছে।'' কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ''বাজেটে অর্থমন্ত্রী বেকারির কথা বলেননি। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কম হচ্ছে, সেটা বলেননি। শুধু নানান ধরনের কথার খেলা করা হয়েছে।''

মার্কিন হুমকির জবাব দিল ইরান

তেহরান ঃ অ্যামেরিকা আক্রমণ করলে তার জবাব দেওয়া হবে। ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডের প্রধান এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রেভোলিউশনারি গার্ডের প্রধান হোসেইন সালামি বলেছেন, ''অ্যামেরিকার হুমকি আমরা শুনেছি। এমন নয় যে অ্যামেরিকা প্রথম এমন হুমকি দিচ্ছে। এখন আমরা দুই পক্ষই দুই পক্ষকে চিনি। ফলে অ্যামেরিকা যেন মনে রাখে, তারা আক্রমণ করলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না। প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।'' ইরানের সরকারি সংবাদসংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, ''ইরানের উপর আক্রমণ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দেওয়া হবে।'' তার বক্তব্য, অ্যামেরিকা এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। আগেও ইরানের উপর শক্তি প্রয়োগ করেছে অ্যামেরিকা। তাতে লাভ হয়নি। একমাত্র সমাধানসূত্র রাজনৈতিক আলোচনায়। মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, জর্ডানে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে যে আক্রমণ হয়েছিল, তার জন্য দায়ী ইরানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। এর জবাব দেওয়া হবে। তবে নানা স্তরে সেই জবাব দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে আরো একটি যুদ্ধ তিনি চান না। কৌশলী আক্রমণ চালানো হবে অপরাধীদের উপর। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে নামবে না অ্যামেরিকা। হোয়াইট হাউসে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা মুখপাত্র জন কিরবি বলেছিলেন, বহু স্তরীয় আক্রমণ চালানো হবে। সমস্ত কৌশল বাইডেনের উপস্থিতিতে তৈরি করা হচ্ছে। বুধবার হোয়াইট হাউস আবার জানিয়েছে, ৪৮ ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণ হচ্ছে না মানে এই নয় যে, আক্রমণ হবে না। দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। অতি শীঘ্রই দেওয়া হবে। বস্তুত, এদিন আক্রমণকারীদের বিষয়ে আরো স্পষ্ট তথ্য দিয়েছে হোয়াইট হাউস। তাদের বক্তব্য, ইরানের মদতে একাধিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। একই ছাতার তলায় তারা অবস্থান করছে। তারাই জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইরান এই গোষ্ঠীগুলিকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে বলে অভিযোগ। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ইসরায়েল গাজা অভিযান শুরু করার পর সিরিয়া এবং ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে টার্গেট করেছে। ওই জায়গাগুলিতে বার বার আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এমনকী তারা জর্ডানেও আক্রমণ চালিয়েছে। এদিকে অ্যামেরিকা বুধবার জানিয়েছে, হুতি যোদ্ধাদের একটি রকেট তারা ধ্বংস করেছে। অভিযোগ, ওই মিসাইলটি লঞ্চিং প্যাডে বসানো হচ্ছিল। আগাম খবর পেয়ে অ্যামেরিকা সেখানেই মিসাইলটি ধ্বংস করেছে। এদিকে বুধবার রাতে সিরিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছে ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান। সিরিয়ার সেনার বেশ কিছু সামরিক কাঠামো তারা ধ্বংস করেছে বলে ইসরায়েল জানিয়েছে। সিরিয়া থেকে ইসরায়েলে আক্রমণ চালানো হচ্ছিল বলে তাদের অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার

আমরা ঝাড়খন্ডে ২৬ টি জাতি নিয়ে প্রায় এক কোটি বাঙালী আছি অর্থাৎ ঝাড়খন্ডের মুল জন সংখ্যার ৪২আম রা বাঙালী যাদের মাতৃভাষা বাংলা।এক চক্রান্তের কবলে পড়ে বাংলা ভাষা ঝাড়খন্ডে আজ মৃত্যুর প্রহর গুনছে।ঝাড়খন্ডের স্কুল গুলোতে আজ আর বাংলা পড়ানো হয় না।বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলো সব হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পরিণত হয়ে গেছে এর জন্য সরকারের সাথে আমরাও দায়ী। সেদিন আমরা বাঙালিরা কেউ বিরোধ করি নি ও পথে নামি নি কারন আমাদের মধ্যে একতা ছিল না,আজও নেই।আমরা আত্ম বিস্মৃত জাতি।পিছনে লাগা আমাদের জাতি গত রোগ,আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না,তাই এক হতে পারি না।তাছাড়া সেদিন আমাদের বেশির ভাগ লোকের মাথায় ইংরেজি মিডিয়ামের ভূত চেপে রয়েছিলো যা আজও জেঁকে বসে আছে তাই সেদিন কেউ মাথা ঘামাই নি।আজ যদি ঝাড়খন্ডে বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলো বেঁচে থাকতো তাহলে সবাই না হলেও গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরা বাংলা ভাষাতে লেখাপড়া করতে পারতো যারা আজ বাধ্য হয়ে হিন্দি ভাষাতে লেখাপড়া করছে।এর জন্য সম্পূর্ন রূপে সরকার দায়ী।বঙ্গ উৎসবের কিছুটা প্রভাব পড়েছে তাই এক বছর ধরে বিভিন্ন বাংলা ভাষী সংগঠনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে।বর্তমান ঝাড়খন্ড সরকার আদপেও আমাদের ন্যায্য দাবি মানবে কিনা জানি না,পুনরায় স্কুল গুলোতে বাংলা পড়ানো শুরু হবে কিনা জানি না,যদি শুরু হয় তবু একটি প্রশ্ন আছে আমরা যারা মধ্যবিত্ত ও ধনবান ব্যক্তি যারা আমাদের ছেলে মেয়েদের কে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পাঠাচ্ছি তারা কি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে আমাদের ছেলে মেয়েদের কে পড়া শুনার জন্য পাঠাবো।যদি না পাঠাই তাহলে আমাদের বাংলা ভাষা বাঁচবে কি করে।কেবল গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরাই কি বাংলা শিখবে। সেজন্য কিছু কিছু সংস্থা দ্বারা বিগত এক বছর ধরে বিশেষ করে গ্রামে গ্রামে অপুর পাঠশালা নামে বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হয়েছে,হচ্ছে আবার আগামী দিনেও হবে।এর শুভারম্ভ ১৯৮৫ সালে ঘাটশিলার গৌরি কুঞ্জে হয়েছিলো যা এখনো চলছে তবে অভিযান ব্যাপক ভাবে হয় নি।বঙ্গ উৎসবের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে।এখন পর্য্যন্ত কলহানে মোট ২৩ খানা অপুর পাঠশালা খোলা হয়েছে তারমধ্যে হাতার মাতাজী আশ্রমের একক প্রচেষ্টায় ১১ টি স্কুল খোলা হয়েছে।প্রতি রবিবার এক ঘন্টা করে নিশুলক ভাবে বাংলা শেখানো হয়।শহর অঞ্চলে এই কাজ টি এখনও শুরু হয় নি।বাংলা ভাষা কে বাঁচানোর এটি একটি সহজ পথ।তাই শহর ও গ্রামের সকল মানুষ কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অপুর পাঠশালা খুলতে অনুরোধ জানাই।আমি তো বলবো প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে অপুর পাঠশালা শুরু হউক।আমাদের কোনো ভাষার প্রতি বিরোধ ও ঘৃণা নেই কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ভালোবাসা ও গর্ব আছে।ভাষা শেষ হয়ে গেলে সাহিত্য,সংস্কৃতি ও শেষ হয়ে যাবে। আমাদের প্রজন্ম কে মাম্মি,ড্যাডি ও হায় হ্যালো সংস্কৃতি থেকে বাঁচাতে হবে।তাদের কে মা ও বাবা বলতে শেখাতে হবে,পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে শেখাতে হবে।মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর,শাড়ি, আলতা পড়তে ও ছেলেরা ধুতি পড়তে শিখুক।মেয়েরা তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া,শ্বঙ্খধ্বনি,উলু দেওয়া,গোবর ছোড়া দেওয়া,লক্ষীর পাঁচালি পড়তে শিখুক।উৎসবে,অনুষ্ঠানে বাংলা গান, পদাবলী, কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী,শ্যামা সংগীত, রবীন্দ্র,নজরুল গীতি বাজুক।নিমন্ত্রণ পত্র গুলো হিন্দি ও ইংরেজির সাথে বাংলাও থাকুক,বাড়িতে ছেলে মেয়েদের সাথে বাংলায় কথা বলুন সবাই তাহলেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে। আধুনিকতা মানে নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম,পরম্পরা কে ভুলে যাওয়া ও ছেড়ে দেওয়া নয়,ছোট কাপড় পরা বা শরীর থেকে কাপড় খুলে দেওয়া নয়,আধুনিকতা হলো সকল সংকীর্ণতার উর্ধে যাওয়া,মন ও বিচার কে সুন্দর ও উদার করা।আমাদের ছেলে মেয়েদের কে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ,মা সারদা, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল,ক্ষুদিরাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মনীষীদের জীবনী জানাতে হবে যা থেকে তারা প্রকৃত মানুষ ও যথার্থ বাঙালী হয়ে উঠতে পারে।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৯ তম জন্ম জয়ন্তী ও আশ্রমের ৮৬ তম বার্ষিক উৎসব ১৭ মার্চ থেকে

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী সেবা প্রতিষ্ঠান মাতাজী আশ্রম হাতাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৯ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী ও আশ্রমের ৮৬ তম বার্ষিক উৎসব ১৭ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হবে এ কথা জানালেন আশ্রম সেবিকা চিনু মা।১৭ মার্চ এ মুল উৎসব হবে।সেদিন মঙ্গলারতি,প্রভাতী কীর্তন,চন্ডী পূজা ও চন্ডী পাঠ, রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা,ভক্তি গীতি,লীলা গীতি,ধর্ম সভা,ভোগ আরতি,পুষ্পাঞ্জলি,হোম, রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ,মহা প্রসাদ বিতরণ,নর নারায়ণ সেবা,রামকৃষ্ণের জীবনীর উপর প্রশ্ন উত্তর,তারক ব্রহ্ম নাম,হরি লুট আদি কার্য্যক্রম হবে।১৮ মার্চ এ সন্ধ্যায় ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি,অধিবাস,রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও বর্ধমানের কীর্তনীয়া চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের পদাবলী কীর্তন হবে।১৯ মার্চ এ তে সকাল ৮.৩০ টায় অষ্টম প্রহর অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন শুরু হবে যেখানে জুড়ি পাহাড়ি,পড়াভালকি,দাঁড়ু,বুরুডি , হেন্সলবিল,পুটলুপুং,ছোটো আমদা,জামদা কীর্তন সম্প্রদায় ভাগ নিবেন।২০ মার্চ সকাল ৮.৩০ টায় নাম ভঙ্গ ও ধুলট তারপর অপরাহ্ন দুটোয় মহাপ্রভুর ভোগ ও আরতি হবে।এই মহোৎসবে যে কোনো প্রকারের দান সাদরে গ্রহণ করা হবে এ কথা জানালেন মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে।সবাই কে এই মহোৎসবে অগ্রিম সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

জ্ঞানবাপী মসজিদে পূজা শুরু হিন্দুদের

বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে আদালতের অনুমতিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পূজা শুরু করেছেন হিন্দুরা। বারাণসীর আদালত হিন্দুরা যাতে পূজা দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে বুধবার প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল।
বারাণসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস রাজালিঙ্গম বৃহস্পতিবার ভোরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

উৎপল পাঠক
প্রাবন্ধিক

তিনি বলেন, আমাকে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তা পালন করা হয়েছে।
কাকতালীয়ভাবে ৩৮ বছর আগে ১৯৮৬ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারিই অযোধ্যার বাবরি মসজিদের তালা খোলা হয়েছিল।
এই মামলার একজন মামলাকারী সোহান লাল আরিয়া বৃহস্পতিবার সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বৃহস্পতিবার একটি অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছে। সারা গায়ে শিহরণ লাগছে।

কেন মসজিদে পূজার অনুমতি?

কয়েকদিন আগেই ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছিল যে হিন্দুদের একটি প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গেই সেখানে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। জ্ঞানবাপী মসজিদের গা লাগোয়া হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলে পরিচিত ভগবান বিশ্বনাথ বা শিবের মন্দির।
জ্ঞানবাপী মসজিদের ভূগর্ভস্থ ওই কক্ষটিতে পূজা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।
বারাণসীর জেলা আদালতের আদেশের পরে হিন্দুপক্ষের উকিল বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন যে সাত দিনের মধ্যেই ওখানে পূজার বন্দোবস্ত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আদালতের ওই রায়ের সমালোচনা করে এআইএমআইএমের সভাপতি আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন জ্ঞানবাপী মসজিদ পরিসরের ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে হিন্দুদের পূজা দেওয়ার অনুমতি আইন বিরুদ্ধ।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, যে বিচারক এই রায় দিয়েছেন, তার কর্মজীবনের শেষ দিন ছিল এটি। এই বিচারকই আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিসিভার হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন এবং এখন সরাসরি নির্দেশ জারি করলেন। তিনিই তো এর আগে বলেছিলেন যে ওখানে ১৯৯৩ সাল থেকে কোনও পূজা হয় না। তিনি কী করে জানলেন যে সেখানে মূর্তি রয়েছে? এটা স্পষ্টতই উপাসনাস্থল আইনের লঙ্ঘন।
এই মামলার মুসলমান পক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাবে বলে জানিয়েছে।
অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্ক চলাকালীন যেভাবে সেখানকার গর্ভগৃহের তালা খুলে দেওয়ার জন্য গত শতাব্দীর আশির দশকে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত, তার সঙ্গে বারাণসীর আদালতের নির্দেশের তুলনা করেন হিন্দু পক্ষের উকিল মি. জৈন।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরেই স্লোগান দিয়ে থাকে যে 'অযোধ্যা তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়', অর্থাৎ অযোধ্যা তো স্রেফ শুরু, কাশী-মথুরা বাকি আছে।
প্রাচীন কাশী আর বর্তমানের বারাণসী বা বেনারস একই শহর।
মসজিদের নিচেই পূজা হতো, দাবি হিন্দুদের আদালতের কাছে তাদের পিটিশনে হিন্দুদের তরফে দাবি করা হয়েছে, পরিসরটির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মূর্তি পূজা হতো। পূজারি ব্যাসজীকে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ব্যারিকেড দেওয়া এলাকায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এর ফলে ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে 'রাগ', 'ভোগ' ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়।
হিন্দুদের দাবি, রাজ্য সরকার আর জেলা প্রশাসন কোনও কারণ না দেখিয়েই ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে পূজার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
তারা এও দাবি করে যে পূজারি ব্যাসজীর নামাঙ্কিত ওই ভূগর্ভস্থ কক্ষটির ভেতরে হিন্দুদের পূজা-অর্চনার বিভিন্ন সামগ্রী, প্রাচীন মূর্তি আর ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সামগ্রী রয়ে গেছে।
ওই মূর্তিগুলির নিয়মিত পূজা করা উচিত বলেও তাদের দাবি ছিল।
ভূগর্ভস্থ কক্ষ যার, ওপরের মসজিদের জমিও তার?
জ্ঞানবাপীকে নিয়ে ১৯৩৬ সালে দীন মহম্মদ মামলায় আদালতে দাখিল করা একটি মানচিত্রে দক্ষিণ দিকে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, ব্যাসের মালিকানাধীন ভূগর্ভস্থ কক্ষ।
জ্ঞানবাপীর মালিকানা দাবি করে ১৯৯১ সালে সোমনাথ ব্যাসের দায়ের করা মামলায় যে মানচিত্র পেশ করা হয়, সেখানেও দক্ষিণ দিকে ভূগর্ভস্থ কক্ষটির মালিকানা বাদী নম্বর দুইয়ের এমনটা লেখা রয়েছে।
মানচিত্রে জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সের আশেপাশের সমস্ত জমিতে হিন্দু পক্ষগুলির দখল দেখানো হয়েছে।
পণ্ডিত সোমনাথ নিজেকে 'ব্যাস জ্ঞানবাপী পরিসর'-এর 'সিংহাসন'-এর পণ্ডিত বলে দাবি করতেন এবং আদালতে তিনি ভগবান বিশ্বেশ্বরের 'বন্ধু' হয়ে জ্ঞানবাপীর জমি নিয়ে একটি সম্পত্তির মামলা দায়ের করেছিলেন।
তিনি দাবি করেন, ৯১৩০ নম্বর প্লটে ভেঙে ফেলা আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিছু অংশ এখনও রয়ে গেছে।
সোমনাথ ব্যাস তার আবেদনে লিখেছিলেন যে হিন্দুরা ওখানে পূজা করে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির হিসাবে পরিক্রমাও করে। সোমনাথ ব্যাস দাবি করেছিলেন, যেহেতু ভূগর্ভস্থ কক্ষটি এবং সেখানকার জমি তার দখলে রয়েছে, তাহলে সেই যুক্তিতে উপরের কাঠামোর (মসজিদ) মালিকানাও তাদের।
মুসলমান পক্ষ কী বলছে?
মুসলমানদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, যে ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে পূজা করার অনুমতি চাইছেন হিন্দুরা, সেখানে ব্যাস নামের কোনও পরিবারের সদস্য কখনওই পূজা করতেন না। তাই ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর থেকে পূজা বন্ধ হয়ে গেছে, এই প্রশ্নটাই অবান্তর।
ওই কক্ষে কোনও মূর্তি ছিল না বলেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আর হিন্দুদের এই দাবিও তারা নস্যাৎ করছে যে ব্রিটিশ আমলে সেখানে ব্যাস পরিবার পূজা করতেন।
মুসলমান পক্ষের আরও দাবি, ব্যাস পরিবার বা কোনও ভক্ত কখনও ভূগর্ভস্থ কক্ষে কোনও পূজা করেননি এবং এটি শুরু থেকেই মসজিদের পাশে দখল করে রাখা হয়েছে।
মসজিদের পক্ষ থেকে এও বলা হয়েছে, ৯১৩০ নম্বর প্লটে 'জ্ঞানবাপী মসজিদ হাজার বছর ধরে বিদ্যমান, ভূগর্ভস্থ কক্ষটিও 'মসজিদ আলমগিরি' (জ্ঞানবাপী) অংশ।
আবেদনে মসজিদ পক্ষ ১৯৩৭ সালের দীন মোহাম্মদ মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেছে, ওই মামলার রায়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে মসজিদ, এর আঙ্গিনা এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত জমি হানিফা মুসলিম ওয়াকফের সম্পত্তি এবং সেখানে মুসলমানদের নামাজ পড়ার অধিকার রয়েছে।
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কী বলছে?
আদালতের নির্দেশে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, এএসআই জ্ঞানবাপী পরিসরে যে সার্ভে করেছে, ব্যাসজীর নামাঙ্কিত ভূগর্ভস্থ কক্ষটি সেই সার্ভের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জ্ঞানবাপীর অন্যান্য ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি পরীক্ষা করে এ সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট দেন।
এএসআই জানিয়েছে, মসজিদের পূর্ব অংশে নামাজের জন্য ভূগর্ভস্থ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং মসজিদে একটি চাতাল এবং আরও জায়গা তৈরি করা হয়েছিল যাতে বেশি সংখ্যক লোক নামাজ পড়তে পারেন।
এএসআই জানিয়েছে যে মন্দিরের স্তম্ভগুলি পূর্ব দিকের ভূগর্ভস্থ কক্ষ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
এন২ নামে চিহ্নিত একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে এমন একটা স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে ঘণ্টা, প্রদীপ রাখার জায়গা আর কিছু শিলালিপি দেখা গেছে।
আবার এস২ নামের একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে মাটির নিচে চাপা পড়া হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে ইডির হেফাজতে

অমিতাভ ভট্টশালী

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে কথিত দুর্নীতির মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি বুধবার রাতে দীর্ঘ জেরার পরে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। এর আগে তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয় গভর্নরের বাসভবনে।
লোকসভা নির্বাচনের আগে অবিজেপি দলগুলি যেসব রাজ্যে সরকার চালায়, তাদের হেনস্থা আর রাজ্যগুলিতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি।
ভোটের সময়ে ভারতের যে চারটি রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী হাওয়া কিছুটা কাজ করতে পারে, ঝাড়খণ্ড তেমনই একটা রাজ্য বলে জানাচ্ছেন ভোট বিশেষজ্ঞরা।
সে জন্যই কি সেখানকার বিজেপি-বিরোধী সরকারকে হেনস্থা করা হচ্ছে? এ প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দলগুলো।
ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বুধবার সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত সারাদিনই একের পর এক নাটকীয় ঘটনা হতে থাকে।
বুধবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সরকার পক্ষের বিধায়করা জানান, পরিবহন মন্ত্রী চম্পাই সোরেনকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তারা বেছে নিচ্ছেন।
পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
প্রথমে হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেনের নাম পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আলোচনায় উঠে এলেও বুধবার সন্ধ্যা থেকে মি. সোরেনের মন্ত্রিসভার বর্ষীয়ান সদস্য চম্পাই সোরেনও যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন, সেটাও জানা গিয়েছিল।
ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে বুধবার দুপুর থেকে জেরা করতে শুরু করে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি।
রাঁচি থেকে বিবিসির সহযোগী সংবাদদাতা রভি প্রকাশ জানাচ্ছেন যে বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ বেশ কয়েকটি গাড়িতে চেপে ইডি কর্মকর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে পৌঁছান। রাজ্য পুলিশই তাদের ভেতরে নিয়ে যায়, তবে কেন্দ্রীয় দলের সঙ্গে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।
মি. সোরেনকে জেরা চলাকালীনই তার দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রাঁচির রাস্তায়। সরকারের তিনজন শীর্ষ কর্মকর্তা আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার ওপরে নজর রাখছেন, নামানো হয়েছে প্রায় এক হাজার অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী। বেশ কয়েকটি এলাকায় যাতে বিক্ষোভ না হতে পারে, সেজন্য ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়েছে। হেমন্ত সোরেনকে এর আগেও একবার জেরা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তবে তারা আগে একাধিকবার জেরা করার জন্য সমন পাঠালেও মি. সোরেন হাজিরা দেননি। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লির বাসভবনেও তল্লাশি চালায় ইডি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে ওই তল্লাশিতে একটি দামি গাড়িসহ ৩৬ লক্ষ ভারতীয় টাকাও পেয়েছে ইডি।
ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচির প্রায় পাঁচ একর জমি কেনাবেচায় দুর্নীতি হয়েছে বলেই কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির সন্দেহ। ওই জমিটি সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন।
ভোটের আগে নিশানায় বিরোধীরা?
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং বিজেপি-বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছে যে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যখন ঘোষণা হতে চলেছে, তার আগেই ঝাড়খণ্ডের সরকারকে অস্থিতিশীল করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সংসদ সদস্য মহুয়া মাঝি সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, দেখতেই পাচ্ছেন যে কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার আর বিজেপি চক্রান্ত করছে বিরোধী দলীয় সরকারগুলোকে ফেলে দিয়ে বা একটা অস্থিরতা তৈরি করে, যাতে তারা নিজেদের সরকার গড়তে পারে। ভোট বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভারতের যে বড় চারটি রাজ্যে বিজেপি বিরোধী হাওয়া কিছুটা কাজ করতে পারে, তারই অন্যতম হলো ঝাড়খণ্ড। অন্য রাজ্যগুলি হলো মহারাষ্ট্র, বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে বিজেপি যে খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে, সেটাও সাম্প্রতিক রাজ্য নির্বাচনগুলিতে দেখা গেছে। নির্বাচন বিশ্লেষক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী বলছিলেন, দক্ষিণ ভারতে বিজেপির পায়ের তলায় শক্ত জমি নেই। উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের সাম্প্রতিক ফলই বলে দিচ্ছে সেখানে বিজেপি ভালো অবস্থানে আছে।
উত্তরপ্রদেশ তো আছেই তাদের গড়। আবার রামমন্দির উদ্বোধন করে দেওয়ার পর হিন্দি বলয়ে আরও কিছুটা ভিত শক্ত হয়েছে বিজেপির। তার মানে বড় রাজ্যের মধ্যে বিজেপি বিরোধীদের অবস্থান শক্ত রয়েছে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড আর বিহারে। এর মধ্যে বিহারে তো তারা নীতিশ কুমারের সহায়তায় সরকারে চলে এল। মহারাষ্ট্রেও তারা ক্ষমতায়। তাই বাকি ছিল ঝাড়খণ্ড। সেখানেও যদি একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে হেমন্ত সোরেনের মতো নেতাদের তা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তারা অতটা ভাবতে পারবেন না। সেটাই লাভ হবে বিজেপির, ব্যাখ্যা মি. বসুরায়চৌধুরীর।

সাময়িকী

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সংঘাতের দিকে হাঁটছে?

শফীক মুহাম্মদ
প্রাবন্ধিক

ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই দুই দেশের মাঝে বৈরিতার ইতিহাস আজ নতুন না। ১৯৫০-এর দশক থেকেই এই দুই দেশের সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এক ড্রোন হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন সেনা নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ইরান সমর্থিত কট্টর জঙ্গি গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে।
এখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইরানকে পাল্টা 'জবাব' দেয়ার কথা বলেছেন।
এতে করে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্র এবার সরাসরি ইরানে আক্রমণ করবে কিনা। তবে ইরানের ওপর কোনও আক্রমণ করা হলে ইরানও ইতোমধ্যে পাল্টা আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
যদিও এই হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান, এই দুই দেশই জানিয়েছে যে তারা 'যুদ্ধ' চায় না।
কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে টানা হামলা ও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝে মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় দেশ দু'টি 'সংঘাতের দিকে হাঁটছে' বলে মনে করছেন পশ্চিমা দেশগুলোর বিশ্লেষকরা। গত রোববার, অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রুকবানে এক মার্কিন ঘাঁটিতে একটি মনুষ্যবিহীন ড্রোন হামলা চালানো হয়। পরবর্তীতে, মার্কিন কর্মকর্তারা ড্রোন হামলার শিকার হওয়া এই ঘাঁটির নাম দেন 'টাওয়ার ২২'। এই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি অন্তত ৩৪ জন সৈন্য মস্তিকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড। এই হামলার পেছনে কারা জড়িত সেটি স্পষ্ট না হলেও শুরু থেকেই সেন্ট্রাল কমান্ড ও বাইডেন ইরানকে দায়ী করছে। তবে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের এমন সন্দেহকে নাকচ করে দিয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ড্রোনটি আগে একটি বাসস্থানে পড়ার পর ঘাঁটিতে এসে পড়ে। এটি যদি সরাসরি আঘাত করতো, তাহলে হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি হতো। বিবিসির যুক্তরাষ্ট্রের অংশীজন সিবিএস নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, 'টাওয়ার ২২' ঘাঁটিতে হামলায় যে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে, তা ইরানে নির্মিত বলে মনে হচ্ছে। ওই কর্মকর্তা ইঙ্গিত করেছেন যে এটা 'শাহেদ ড্রোনের ধরন', যা মূলত একমুখী হামলার ড্রোন। এই ড্রোন ইরান রাশিয়াকে দিয়েছে। এদিকে, জর্ডান দাবি করছে যে ড্রোন হামলাটি সিরিয়ায় হয়েছে, জর্ডানের ভেতর নয়। এই অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিতে এর আগেও হামলা হয়েছে, তবে এর আগে কখনও মার্কিন সেনাদের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ওই অঞ্চলে এই প্রথম কোনও মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে জবাব দেবে, সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল, অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারি হোয়াইট হাউজে বিস্তারিত না বললেও তিনি এতটুকু বলেন, আমি মনে করি না, মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। ইরান-সমর্থিত এক মিলিশিয়া গ্রুপ মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে এই হামলার দায় স্বীকার করলেও এই ঘটনায় ইরানকে দায়ী করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই অর্থে আমি তাদের (ইরান) দায়ী মনে করি যে, যারা এসব করেছে, তাদের তারা অস্ত্র সরবরাহ করছে। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকরা তার কাছে জানতে চায় যে এই হামলার জবাব দেয়ার ব্যাপারে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। উত্তরে তিনি সম্মতিসূচক জবাব দেন, হ্যাঁ। এর আগে টাওয়ার ২২-এ হামলার এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তখন তিনি বলেছিলেন, এ হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে উপযুক্ত সময়ে এবং উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবেসবকিছুর জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং তা আমাদের ঠিক করা উপায়েই করতে হবে। তবে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এর জবাব দিবে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন কিছুই জানাননি এখনও। এর আগে পেন্টাগনের মুখপাত্র সাবরিনা সিং জানিয়েছিলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো এবং আমাদের বাহিনীর উপর হামলার উত্তর দেবো। যুক্তরাষ্ট্র 'টাওয়ার ২২'-এ হামলার জন্য ইরান সমর্থিত গ্রুপগুলোকে দায়ী করলেও শুরু থেকেই এ হামলায় সন্দেহভাজন গোষ্ঠীগুলোর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান। তবে এরপরও যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে তেহরানও মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন সম্পত্তির ওপর হামলা চালাবে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে এমন এক হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। যুক্তরাজ্যের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার ৩০শে জানুয়ারির এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ইরান সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে এবং নজর রাখছে যে জর্ডানে মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতিক্রিয়া কী হয়। বুধবার দুপুরে, অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারি ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত নিউজ নেটওয়ার্ক প্রেস টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী মিশন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে বলেছে যে ইরান ও তার জনগণের বিরুদ্ধে যে কোনও আগ্রাসনের কঠোর জবাব দেয়া হবে।' এছাড়া, হামলার ঘটনার পর দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনাকে বলেছিলেন, এ অঞ্চলের বাস্তবতাকে আমলে না নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলা হচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলায় চালিয়ে আসছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটি লক্ষ্য করে বিমান হামলার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। সবশেষ জর্ডানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন সেনাসদস্য নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও কঠোর আকার ধারণ করেছে। দুই দেশই পরস্পরকে দোষারোপ ও হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইরানের বিরুদ্ধে কোনো বড় আকারের যুদ্ধের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন তবু এই পরিস্থিতি এখানেই থামছে বলে মনে করেন না বিশ্লেষকরা।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

তিন ঘণ্টার জেরার পর পুনরায় ১২ ফেব্রুয়ারি হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে পুলিশের রেহাই, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা মতে পুলিশ চলতে পারে না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ যাবেন কিংবা যাবেন না এই সংশয়ের মধ্যেই অবশেষে যোরহাট থানায় হাজির হলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে তিনি শুধু একা থানায় আসেননি। বরং ১০-১২ জন আইনজীবির দল, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এবং তিতাবরের বিধায়ক ভাস্কর বড়ুয়াও তার সঙ্গে ছিলেন। দুটি জামিন বিহীন ধারায় মামলা রজ্জু হলেও জামিন আবেদন না করেও পুলিশ থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। তবে তার আগে কংগ্রেস সভাপতি তিন ঘন্টা পুলিশের জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। যোরহাট থানার পুলিশ তাকে আপাতত যেতে দিলেও আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফের একবার হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী যোরহাট থানায় হাজির না হয়ে এর জন্য ১০ দিনের সময়সীমা চেয়ে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে যোরহাট শহরে সৃষ্টি হওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে ছয়টি ধারা অনুযায়ী আইন ভঙ্গের মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি ধারা জামিন বিহীন। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে এই মামলা নথিভুক্ত করে ধুবড়িতে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন তার হাতে নোটিশ দিয়ে এসে আগামী ৩১ জানুয়ারি তাকে যোরহাট থানায় হাজির হতে বলেছিল পুলিশ। তবে আদৌ তিনি যোরহাট থানায় হাজির হবেন কিনা সে ক্ষেত্রে নানা সংশয়ে ভুগছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছিলেন থানায় হাজির হওয়া কিংবা না হওয়া সংক্রান্তে আইনজীবীদের পরামর্শ নেবেন। আইনজীবীরা যেতে বললে তিনি যাবেন অন্যথা যাবেন না। তবে কোনোভাবেই তিনি এই মামলার ক্ষেত্রে আগাম জামিন নিবেন না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। একই সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী এবং এই যাত্রা আযোজনের দায়িত্বে থাকা দলের ওপর এক নেতাকে থানায় হাজির হওয়া নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ।

মনে বিভিন্ন সংশয় থাকলেও অবশেষে ৩১ জানুয়ারির নির্দিষ্ট দিনটির সকাল এগারোটা নাগাদ যোরহাট থানায় হাজির হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সঙ্গে ১০-১২ জন আইনজীবী, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এবং তিতাবরের বিধায়ক ভাস্কর বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যোরহাট থানায় জেরার সম্মুখীন হতে উপস্থিত হন। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে তাকে যোরহাট থানার ওসি সহ শীর্ষ পুলিশ কর্তারা জেরা করেন। জেরায় তাকে রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার নানা ভিডিও প্রদর্শন করানোর পাশাপাশি তার জবানবন্দী লিখিতভাবে গ্রহণ করেছে পুলিশ। কংগ্রেস সভাপতিকে জেরা করে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল। কিন্তু অবশেষে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফের একবার তাকে যোরহাট সদর থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে যাবার অনুমতি দেয় পুলিশ।

পুলিশের থেকে ছাড়া পেয়ে যোরহাট সদর থানার সামনেই সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভালো লাগা না লাগার উপর ভিত্তি করে অসম পুলিশ চলতে পারে না। অসম পুলিশ নিজেদের পুলিশের ম্যানুয়াল হিসেবে চলবে। রাজনৈতিক নেতাদের শরীরে অশোক স্তম্ভ নেই। কিন্তু ডিজিপির পোশাকে অশোক স্তম্ভ থাকে, যোরহাটের আইপিএস পুলিশ সুপারের পোশাকে অশোক স্তম্ভ থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর পোশাকে তো অশোক স্তম্ভ নেই। অশোক স্তম্ভ দেয়ার অর্থ তারা পাবলিক সার্ভেন্ট, গভমেন্ট সার্ভেন্ট কিন্তু বিজেপির সার্ভেন্ট নন। কংগ্রেস সভাপতি বলেন জেরায় সামিল হওয়া পুলিশের অফিসারদের তিনি খারাপ পাননি। তারা ভাল ব্যবহার করেছেন। তবে একটু সময় পরপর তাদের ফোন করে বাইরে ডাকা হচ্ছিল বলে জানান তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি ফের যোরহাট সদর থানায় হাজির হবেন। এদিনের জেরায় বহু কথা, নানা মত বিনিময় করেছে পুলিশ। তিনি বলেন সেদিন আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল না। এক্ষেত্রে পুলিশকে জিজ্ঞেস করা করার পর তারা সাদা পোষাকে সেখানে মোতায়েন ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। অথচ কংগ্রেসের যাত্রা কোন রাস্তা সড়ক ধরে যাবে সেটা দেখিয়ে দিতে পুলিশ সেদিন উপস্থিত ছিল না বলে বারংবার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন সম্পূর্ণ এই কান্ড মুখ্যমন্ত্রীর প্ররোচনায় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বন্ধ থাকলে কংগ্রেসের যাত্রার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে বন্ধ থাকলেও তাদের গুয়াহাটি মহানগরের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পুলিশের বিভিন্ন মামলায় তাকে জড়ানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য মাত্র ১০০ দিন সময় হাতে রয়েছে। এরমধ্যে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব যাতে বারংবার যোরহাট থানায় আসা যাওয়া করতে থাকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

অন্যদিকে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন সভাপতি যোরহাটে ভূপেন বরার বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার সময় বিভিন্ন সরকারি গাইডলাইন ভঙ্গ করার অভিযোগে থানায় মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। কংগ্রেসের যাত্রা ধুবড়ির গৌরীপুরে থাকাকালীন এক্ষেত্রে সমান জারি করে সভাপতিকে যোরহাট সদর থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। গত ২৫ জানুয়ারি এক্ষেত্রে সমন দিয়ে ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই হিসেবে বুধবার যথাসময়ে যোরহাট সদর থানায় হাজির হয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার জবাব রেকর্ড করা হয়েছে, জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ১২ ফেব্রুয়ারি ফের একবার তাকে থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যাত্রা সংক্রান্তে যাবতীয় যোগাযোগ কিংবা অনুমতি পত্র পুলিশের কাছে দাখিল করার জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির আগে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে পুলিশ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিরোধী দলপতি বলেন তাদের বিরুদ্ধে এমন ধারায় মামলা রজ্জু করা হয়েছিল যেটাতে যেন তারা পাবলিক প্রপার্টি ধ্বংস করেছেন। অথচ বাস্তবে এমন কিছুই হয়নি। কংগ্রেস কোন কিছুই ধ্বংস করেনি বরং শান্তিপূর্ণ ভাবে যাত্রা করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন কংগ্রেস সেদিন পুলিশের কোনো ব্যারিকেড ভাঙ্গেনি। বরং কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্তে পুলিশ সেদিন মাইকের মাধ্যমে কোনো তথ্য জানায়নি, ঘোষণা করেনি। ফলে কংগ্রেসকে এই জামিন বিহীন বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত করার আগে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত হওয়া উচিত।

অর্থাৎ সেদিন কংগ্রেসের যাত্রার জন্য পুলিশ প্রশাসন কি কি ব্যবস্থা করেছিল সেটার ক্ষেত্রে একটি তদন্ত হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। আদৌ বাস্তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনো ধরনের ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা সেটা জানার জন্য তদন্ত করানো উচিত বলে উল্লেখ করে একে তো সম্পূর্ণ পুলিশের গাফিলতি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার আক্রমণের পাল্টা জবাব বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির

৫০০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে বিধায়ক না হলে বিরোধী দলপতি এই সব বলতেন না বলে মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় পর্যায়ে গঠিত ইন্ডি জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার পর রাজ্যে গঠিত বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ফাটল ধরেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দল গুলোর প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির স্থিতির বিপরীতে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দলগুলোকে আক্রমণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এবার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার আক্রমনের পাল্টা জবাব দিয়েছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি। রিকাউন্টিং এর মাধ্যমে ৫০০ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে বিধায়ক না হলে বিরোধী দলপতি এই সব বলতে পারতেন না বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডি জোট ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার এই মুহূর্তে এবার রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাছাড়া বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ শুরু করেছেন। তিনি মূলত লোকসভা নির্বাচনের আসনের ভাগাভাগি সংক্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন।

এর জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুন বরা বলেন ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া যদি পরাজিত হতেন তাহলে তিনি এইসব কথা বলতেন না। এমনকি তিনি তো পরাজিত হয়েছিলেন, অবশেষে রিকাউন্টিং এর মাধ্যমে ৫০০ ভোটের ব্যবধানে কোনক্রমে জয়লাভ করেছিলেন তিনি। সভাপতি রিপুন বরা বলেন দেবব্রত শইকীয়া বর্তমান ক্ষমতায় রয়েছেন এর জন্য এইসব কথা বলছেন। বর্তমান তিনি বিরোধী দলপতি এবং কংগ্রেসের বিধায়ক হিসাবে রয়েছেন। এই ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি এসব কথা বলেছেন। তবে বর্তমান দেবব্রত শইকীয়া সেই দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। রিপুন বরা বলেন তৃণমূল কংগ্রেস নতুন দল। সব জায়গায় দলের বুথ কমিটি নাও থাকতে পারে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়নি। তবে ইতিমধ্যে একটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রিপুন বরা বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে এবং কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে ছিল। অবশেষে কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচার ছেড়ে দিয়েছিল। দলটির কোনো নেতা সেখানে যায়নি। এমনকি বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াও সেখানে যাননি বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি রিপুন বরা। তিনি বলেন কংগ্রেসের দুই একজন নেতার যে স্বভাব সুলভ অহংকার রয়েছে সেই অহংকারের জন্য এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে দলটি। তাছাড়া সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের প্রার্থী সংক্রান্তে আলোচনা চলছে। অসমের প্রদেশ কংগ্রেসের হাতে কিছু নেই। এখান থেকে শুধুমাত্র প্রার্থীদের নাম পাঠানো হবে। কিন্তু যাবতীয় সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুন বরা।

একইভাবে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আম আদমি পার্টি অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেন চৌধুরী। তিনি বলেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া মহানগরের জিএমসি নির্বাচনের কথা বলেছেন। সেখানে কংগ্রেস ৫৮ টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। অথচ আম আদমি পার্টি একটি আসনে জয়লাভ করার পাশাপাশি ২৫ টি আসনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা মন্তব্য সংক্রান্তে বিরোধী দলপতির বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি নিজের দলের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। ফলে কোন দল শক্তিশালী কোন দল কমজোর সেটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের পার্টি বিরোধী দলপতিকে দায়িত্ব দেয়নি বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলটির অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেন চৌধুরী। তিনি বলেন তৃণমূল পর্যায়ে কংগ্রেস কি কাজ করছে সেটা যেভাবে আম আদমি পার্টি জানেনা। ফলে আম আদমি পার্টি তৃণমূল পর্যায়ে কি কাজ করছে সেটা কংগ্রেসের জানার কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন আম আদমি পার্টি অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেন চৌধুরী। প্রসঙ্গত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দল গুলোর স্থিতি সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেছিলেন আম আদমি পার্টি গুয়াহাটি মহানগরের একটি মিউনিসিপাল সদস্য পদ পেয়েছে। তাদের এক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। কিন্তু এর জন্য যে আম আম আদমি পার্টির পাঁচটি আসন লাগবে সেটার কি যুক্তি রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল হতে এবং প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা চর্চা করার জন্য প্রতিটি দলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা বলছে অথচ সেখানে এই দলের বুথ কমিটি নেই। এর বিপরীতে কংগ্রেসের বুথ কমিটির রয়েছে। সেদিন কংগ্রেসের কলিয়াবর বুথ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেস নতুন করে করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি নিযুক্তি দিয়েছে। এবার এই দলটি তিনটি চারটি আসন দাবি করছে। এটা কত যুক্তি সঙ্গত সেটা চিন্তা করার জন্য বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সতীর্থ দল গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

টুকরো খবর

এবার ধর্মঘটে নাজেহাল জার্মানির বিমানবন্দর

বার্লিন ঃ বেতন বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘটে জার্মানির বিমানবন্দরের কর্মীরা। এতে করে ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন ও মিউনিখের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার জার্মানির ১১টি বড় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা ধর্মঘটে। এর ফলে এক হাজারটি ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে, যা ঝামেলায় ফেলেছে প্রায় দুই লাখ যাত্রীকে, জানাচ্ছে জার্মানির বিমানবন্দর সংস্থা এডিভি। বুধবার রাতে কোলন বন বিমানবন্দরের রাতের শিফটে অনুপস্থিত ছিলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। তখন থেকেই ধর্মঘটের সূচনা। কর্মী ইউনিয়ন ভের্দি'র মুখপাত্র ওয়াৎস টারিম জানান যে কোলন বন বিমানবন্দরে ধর্মঘটে বসেন বিমানবন্দরের একশ শতাংশ কর্মী। ''সাফল্যের সাথে শুরু হলো ধর্মঘট'', বলেন তিনি। দিনের প্রায় ৮০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল হতে পারে বলেও জানান টারিম। ভেরদি ধর্মঘটের ডাক দিলে ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ, বার্লিন, ব্রেমেন, লাইপজিশ, ড্যুসেলডর্ফ, কোলন, হানোফার, স্টুটগার্ট, এরফুর্ট ও ড্রেসডেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা কর্ম বিরতিতে যান। বার্লিন, হামবুর্গ, হানোফার ও স্টুটগার্ট থেকে কোনো ফ্লাইট ছাড়েনি, অন্যান্য ফ্লাইট নামতেও ব্যাপক দেরি হয়। অন্যদিকে ড্যুসেলডর্ফ বিমানবন্দরে মোট ফ্লাইটের এক তৃতীয়াংশ বাতিল হয়। টারিম জানান, সেখানে কর্মরত নিরাপত্তা সংস্থা তার কর্মীদের 'ধর্মঘট ভাঙার বোনাস' হিসাবে দু'শ ইউরো দিয়েছে। জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য বাভারিয়ার মিউনিখ ও ন্যুরেমবার্গ বিমানবন্দরে ধর্মঘটের কোনো ছাপ নেই, কারণ, সেখানকার নিরাপত্তা কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মানির সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। বৃহস্পতিবার সকালে সেখান তেকে কোনো ফ্লাইট ছাড়েনি। বিমানবন্দর পরিচালনা সংস্থা ফ্রাপোর্ট তাদের ওয়েবসাইটে বলে, ''এই ধর্মঘটের ফলে গোটা দিনজুড়ে ফ্লাইট চলাচলে ব্যাঘাত ঘটবে। বিশেষ করে, ট্রানজিট অঞ্চলের বাইরের নিরাপত্তা যাচাই স্থানগুলি বন্ধ থাকবে।'' যাত্রীদের বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর এড়াতে অনুরোধ করা হয় ও এয়ারলাইন সংস্থাকে যোগাযোগ করে বিকল্প খোঁজার পরামর্শও দেওয়া হয়। জার্মানির মূল এয়ারলাইন লুফটহানসা জানিয়েছে, যাত্রীরা ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের ফ্লাইট নতুন করে বুক করতে পারবেন। পাশাপাশি, যাত্রীদের জার্মানির ভেতর যাত্রার জন্য বিনামূল্যে ট্রেনের টিকিট দেয় তারা। ক্রিস্টি প্লাডসন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে যাত্রীদের 'হতাশা ও ভোগান্তির' কথা তুলে ধরেন। বিমানবন্দরের ভেতর থেকে যাত্রীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, জানান ক্রিস্টি। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের সংস্থা বিডিএলএস এর সাথে একাধিক দফায় আলোচনার পর কোনো সমাধান না উঠে আসায় ধর্মঘটের ডাক দেয় কর্মী ইউনিয়ন ভেরদি। প্রতি ঘন্টার মজুরিকে দুই দশমিক আট ইউরো বাড়ানোর দাবি বরছেন কর্মীরা।

বিডিএলএস এর মুখপাত্র বলেন যে তারা এই বছরে চার শতাংশ ও আগামী বছরে তিন শতাংশ বেতন বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিলেও ইউনিয়নের দাবি মানতে পারছেন না। অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার ক্রিস্টি প্লাডসনের মতে, ''ভের্দি ও এই কর্মীরা যা দাবি করছেন তার সাথে বিমানবন্দরের কার্যক্ষমতার বিষয়টিও জড়িত। জার্মানিতে এখন বিভিন্ন খাতে শ্রমের মজুরি বাড়ানোর দাবি উঠছে। সাথে উঠছে কাজের পরিবেশের উন্নয়নের প্রসঙ্গও। এটা এখন এক ধরনের নতুন ট্রেন্ড।'' এর আগে, চলতি সপ্তাহে জার্মানির ট্রেন চালকরা ধর্মঘটে বসেন, যা দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রেল ধর্মঘট ছিল। শুক্রবারে স্থানীয় পরিবহন কর্মীদেরও ধর্মঘটে বসার ডাক দিয়েছে ভেরদি।

প্রথা ভেঙে নজরে কাড়ছেন মাদাগাস্কারের শিল্পী

মাদাগাস্কার ঃ মাদাগাস্কারের এক মানুষ একইসঙ্গে ফ্যাশন ও সংগীত সৃষ্টি করেন। প্রথা ভেঙে নতুন ধরনের সৃষ্টির পথ বেছে নিয়ে তিনি অনেকেরই নজর কাড়ছেন। নিজেই দক্ষতা আয়ত্ত করে সৃজনশীলতার পথে চলেছেন এই নারী। সাশা বাম বামের সৃষ্টি করা ব্যতিক্রমী ফ্যাশন আন্তানানারিভোর রাজপথে বেশ কিছু মানুষের ভ্রুকুটির কারণ হয়। তিনি বলেন, ''শিল্পকলা জগতের মানুষের জন্য সন্ধ্যাবেলায় বের হবার উপযোগী আমি এই সব ডিজাইন সৃষ্টি করেছি।'' নাতাশা ফেনোয়ারিসোয়া ওরফে সাশা বাম বাম এমন সব পোশাকের স্রষ্টা। নিজের সৃষ্টিকর্মের মূলমন্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ''আমার স্টাইল সত্যি সীমা লঙ্ঘন করে। আমি 'মাসাক' নামে নিজস্ব ব্র্যান্ড চালু করেছি। এর অর্থ সাহসি, দৈনন্দিন জীবনে সাহস দেখানো, নিজেকে অন্যদের তুলনায় ভিন্ন তকে তোলা। সবার মাঝে থেকে নজর কাড়াই হলো উদ্দেশ্য। কারণ অসামান্য ব্যক্তি হিসেবে আমি অসাধারণ সব কিছু ভালোবাসি।'' মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভো বৈপরিত্য, সংস্কৃতি ও রংয়ে ভরা এক শহর। মাদাগাস্কার বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ। প্রথমে প্রাচীন ইন্দোনেশিয়া, পরে ফ্রান্স সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এমন বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সাশা বাম বামের ফ্যাশন সত্যি নজর কাড়ার মতো। তাঁর তৈরি বেশিরভাগ পোশাকই মিউজিক ভিডিও বা ফ্যাশন শোয় কাজে লাগানো হয়। ফ্যাশন সংক্রান্ত বেশিরভাগ জ্ঞান তিনি বাসায় ছোট ওয়ার্কশপে নিজেই আয়ত্ত করেছেন। সাশা বাম বাম বলেন, ''এটা একটা ইভনিং গাউন, যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান দিয়ে আমি তৈরি করেছি। এই সব মুক্তা আগেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই সজ্জা আমি খুঁজে পেয়ে সেলাই করেছি। খুবই উৎকৃষ্ট।'' সাশা বহুমুখী প্রতাভাধর মানুষ। ফ্যাশনের পাশাপাশি সংগীতও সৃষ্টি করেন তিনি। তিনি নিজের ব্যান্ডের সঙ্গে রিহার্সালে যোগ দেন। বর্তমানে অবশ্য সাশা সংগীতের তুলনায় ফ্যাশনের জন্য বেশি সময় ব্যয় করছেন। কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় দুই শাখারই স্থান থাকে।

প্রথম শ্রেণির নতুন রেকর্ড 'টুয়েলভথ ফেইল' পরিচালকের ছেলে অগ্নির

মিজোরামঃ ক্যারিয়ারের প্রথম চার ম্যাচেই সেঞ্চুরি করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের নতুন রেকর্ড গড়েছেন ভারতের মিজোরামের ব্যাটসম্যান অগ্নি চোপড়া। রঞ্জি ট্রফির প্লেট লিগে গত মাসে সিকিমের বিপক্ষে অভিষেক অগ্নির। এরপর এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৫টি সেঞ্চুরি, সর্বশেষ মেঘালয়ের বিপক্ষে করেন জোড়া সেঞ্চুরি।

ইএসপিএনক্রিকইনফো বলছে, যত দিন ধরে তাদের কাছে রেকর্ড আছে, অভিষেকের পর থেকে টানা সর্বোচ্চ ম্যাচে সেঞ্চুরির রেকর্ড এটিই। এমনিতে অভিষেকের পর থেকে টানা ৩ ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ড আছে। গত ডিসেম্বরে মারা যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের জো সলোমন অভিষেক থেকে টানা ৩ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। অগ্নি অভিষেকে ১৬৬ রানের ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও তিন অঙ্কের খুব কাছে গিয়েছিলেন, তবে ৯২ রানেই আটকে যান। পরের ৩ ম্যাচে তাঁর ইনিংসগুলো এমন ১০৫, ১০১, ১১৪, ১০, ১৬৪ ও ১৫।

২৫ বছর বয়সী অগ্নি ভারতের সিনেমা সমালোচক অনুপমা চোপড়া ও সিনেমা নির্মেতা বিধু বিনোদ চোপড়ার ছেলে। বিনোদ সম্প্রতি জনপ্রিয় 'টুয়েলভথ ফেইল' সিনেমা বানিয়েছেন। অনুপমার শো 'ফিল্ম কম্প্যানিয়ন' বেশ জনপ্রিয়। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে জন্ম নেওয়া অগ্নি এর আগে মুম্বাই অনূর্ধ্ব১৯ ও অনূর্ধ্ব২৩ দলের হয়ে খেলেছেন। তবে মুম্বাইয়ে জায়গা পাওয়া অনেক কঠিন বলে কোচ খুশপ্রিত সিংয়ের পরামর্শে মিজোরামের হয়ে খেলা শুরু করেছেন তিনি।

এমনিতে ভারতের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফির শীর্ষ ৩২টি দল খেলে এলিট লিগে। বাকি ৬টি দল খেলে দ্বিতীয় সারির প্লেট লিগে। স্বাভাবিকভাবেই দুই লিগের বোলিং আক্রমণের মানে পার্থক্য আছে, অগ্নিও স্বীকার করেন সেটি। তবে মুম্বাই থেকে মিজোরামে গিয়ে মানিয়ে নিতে একদমই সমস্যা হয়নি তাঁর।

পিটিআইকে তিনি বলেছেন, 'মিজোরামে এসে দেখেছি, সবাই আমাকে অনেক সাদরে নিয়েছে, কাছে টেনেছে। আরও দুজন প্রো আছেন কেসি ভাই (কেসি কারিপ্পা) ও মোহিত জাংরা। আমার কখনোই নিজেকে বাইরের কেউ মনে হয়নি। কয়েকটি মিজো শব্দ ও কথাও শিখেছি এবং আমার মনে হয় না খুব একটা ভিন্ন পরিবেশে এসেছি।' আপাতত মিজোরামকে প্লেট লিগ ফাইনালে তোলাই লক্ষ্য অগ্নির। এ লিগের ফাইনালে খেলা দল পরের আসরে এলিট লিগে সুযোগ পায়। এমন লিগে রান করা প্রসঙ্গে অগ্নি বলেন, 'লোকে যা খুশি বলুক, তবে দিন শেষে এটি নিজেরই পারফরম্যান্স। আরও অনেক খেলোয়াড় এ লিগে খেলে, যারা খুব বেশি রান করে না। মান তো সবার জন্য একই।'

মা বাবার পরিচয়ই বলে, অগ্নি বড় হয়েছেন সিনেমার আবহে। 'টুয়েলভথ ফেইল' বানানোর আগে বিনোদ থ্রি ইডিয়টস, মুন্নাভাই এমবিবিএস এবং লাগে রাহো মুন্নাভাইয়ের মতো সিনেমা প্রযোজনা করেছেন। বাবার পথে এগোবেন কি না, এমন প্রশ্ন বরাবরই শুনতে হয় অগ্নিকে। তবে সে পথ তিনি অনুসরণ করতে চাননি, 'আমার কখনো মনে হয়নি, আমার বাবা সিনেমা বানান বলে আমারও ঢোকা উচিত, আমার জন্য অনেক সহজ হবে।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'আমি কখনোই সিনেমা নিয়ে আগ্রহী ছিলাম না। দেখতে ভালোবাসি, উপভোগও করি। তবে এ নিয়ে আমার আবেগ কাজ করেনি কখনোই।'

কী করবেন, সেটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের কাছ থেকেও কোনো চাপ কখনোই ছিল না বলেও জানিয়েছেন তিনি, 'আমার বাবা আমাকে ও আমার বোনকে ছোটতেই বলতেন তাঁর বাবার বলা একটি কথা যদি মুচি হতে চাও, তাহলে রাস্তার সেরা মুচিই হয়ো।'

পন্তের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা : 'ভেবেছিলাম, দুনিয়াতে আমার সময় শেষ'

নয়াদিল্লি ঃ *৩০ ডিসেম্বর, ২০২২। সেদিন গাড়ি দুর্ঘটনায় জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন ঋষভ পন্ত। দুর্ঘটনার পর তাঁর মাথায় প্রথম যে ভাবনাটা এসেছিল, 'দুনিয়াতে আমার সময় শেষ।'*

ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অবশ্য 'দ্বিতীয় জীবন পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান' মনে করেন। দুর্ঘটনাটি পন্তকে জীবন নিয়ে একটি শিক্ষাও দিয়েছে সব সময় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখতে হয়। ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের নতুন মৌসুম দিয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন পন্ত। সব সময় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখার যে শিক্ষাটা পন্ত পেয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বিলিভ ঃ টু ডেথ অ্যান্ড ব্যাক।' আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে। ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার সেখানে অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন। দুর্ঘটনা তো আছেই, মানসিক অবস্থা, ২০২৩ অ্যাশেজ দেখার আনন্দ এবং আর কখনো গাড়ি চালাবেন কি না এসব বিষয়ে মন খুলে কথা বলেছেন পন্ত। ভারতের হয়ে ৩৩ টেস্ট, ৩০ ওয়ানডে ও ৬৬টি টোয়েন্টি খেলা পন্তের এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে গত বছর ২৪ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে। তার ৮ মাস আগে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি থেকে গাড়ি চালিয়ে রুর্কি যাচ্ছিলেন পন্ত। সড়কে ডিভাইডারের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় তাঁর গাড়ির। তা নিয়ে পন্ত বলেছেন, 'জীবনে প্রথমবারের মতো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দুনিয়াতে আমার সময় শেষ।' দুর্ঘটনায় শরীরে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। তবে আরও বড় কিছু না হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবানও মনে করেন পন্ত, 'জীবনে প্রথমবারের মতো ওই রকম (মৃত্যু) কিছু মনে হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার সময় শরীরে কতটা আঘাত পেয়েছি, সেটা জানতাম। তবে আরও খারাপ হতে পারত, সেটি না হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।' দুর্ঘটনার পর দেরাদুনের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় পন্তকে। সেখান থেকে উড়োজাহাজে করে তাঁকে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কয়েক দফা অস্ত্রোপচার করে তাঁর ডান হাঁটুর তিনটি লিগামেন্ট পুনঃ স্থাপন করা হয়। এরপর বেঙ্গালুরুতে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসন সারেন পন্ত। সেরে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়েও কথা বলেছেন পন্ত, 'দুনিয়ার অন্য বিষয় থেকে নজর সরিয়ে আমি সেরে ওঠায় মনোযোগী ছিলাম। বড় কোনো আঘাতে এমন মানসিকতা সেরে ওঠায় সাহায্য করে। সে জন্য প্রতিদিনই আপনাকে একই কাজ করতে হয়, যেটা বিরক্তিকর ও হতাশার। কিন্তু সেরে উঠতে হলে করতেই হবে।' পন্ত দ্রুত সেরে ওঠায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন, পুরোপুরি সেরে উঠতে ১৬ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। পন্ত তখন চিকিৎসককে বলেছিলেন, যে সময়ই বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাবতে চাই না। চিকিৎসকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সেরে উঠতে কত দিন লাগবে? তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, সবাই এ নিয়ে নানা কথা বলছে। আপনি আমাকে সঠিক তথ্য দিন। তখন চিকিৎসক বলেছিলেন, ১৬ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। আমি তাঁকে বলি, আপনি যে সময়ই বেঁধে দেন না কেন, আমি সেখান থেকে ছয় মাস সময় কমিয়ে ফেলব।' দুর্ঘটনার পর পন্তের এসইউভি গাড়িতে আগুন ধরার আগে তাঁকে বের করেছিলেন রজত কুমার ও নিশু কুমার নামে দুই ব্যক্তি। গত জানুয়ারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে পন্ত বলেছিলেন, তিনি তাদের কাছে 'চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ ও ঋণী।' দুর্ঘটনার পর পন্ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ডান হাঁটু ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে স্থানচ্যুত হয়েছে এবং মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন গাড়িতে, 'আশপাশে কাউকে বলেছিলাম, আমার হাঁটুটা জায়গামতো বসাতে পারবে কি না। তারা হাঁটুকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেন।' সে সময় ব্যথায় কাতর ছিলেন পন্ত। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, সৌভাগ্যবশত জীবনটা বেঁচেছে এবং পা ও হারাতে হয়নি, 'কোনো স্নায়ু বিকল হলে অঙ্গহানির সম্ভাবনাও থাকে। এটা ভাবার পরই ভয় পেয়েছিলাম।' পন্ত বরাবরই মজার মানুষ এবং কৌতুকপ্রিয়। দুর্ঘটনার পর গাড়ির আকৃতি পাল্টে যাওয়া নিয়ে মজাও করেছেন, 'আমি এসইউভি নিয়ে বের হয়েছিলাম। পরে দেখি সেটা সেডান হয়ে গেছে।'

জাপানের ফুটবলারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

টোকিওঃ জাপান জাতীয় দলের ফুটবলার জুনিয়া ইতোর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন দুই নারী। ৩০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ঘটনা অস্বীকার করলেও পুলিশ জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর তদন্ত চলছে। ফরাসি ক্লাব রেঁসে খেলা ইতো জাপান জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ। বর্তমানে কাতারের দোহায় জাপানের হয়ে এশিয়ান কাপে খেলছেন তিনি। ইতোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের এক মুখপাত্র সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ পেয়েছি। এ নিয়ে তদন্তও শুরু হয়েছে।' তবে কে বা কারা কী ধরনের অভিযোগ করেছেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, ইতোর বিরুদ্ধে দুই নারী যে অভিযোগ করেছেন, সেটি গত বছরের জুনে ওসাকায় জাপান পেরু আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের পরে ঘটেছিল। তবে ইতোর আইনজীবী বার্তা সংস্থা কিয়োদো নিউজের কাছে অভিযোগ 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' বলে দাবি করেছেন। তবে নাম উল্লেখ না করা ওই আইনজীবী জানান, ইতো দুই নারীর সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ সত্য হওয়ার মতো কোনো শারীরিক সম্পর্কের প্রমাণ নেই।

এশিয়ান কাপের দলে থাকা ইতো জাপানের হয়ে গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই মাঠে নেমেছিলেন। বুধবার শেষ ষোলোয় বাহরাইনের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে থাকলেও তাঁকে নামাননি কোচ। ইতোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জাপান দলের কোচ হাজিমে মরিয়াসু এএফপিকে বলেন, 'আমি এ বিষয়ে পুরোপুরি অবগত নই। ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে।' ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া ইতো এখন পর্যন্ত জাপানের হয়ে ৫৪ ম্যাচ খেলে ১৩ গোল করেছেন। ২০২২ সালে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'র দল রেঁসে যোগ দিয়ে খেলেছেন মোট ৫০ ম্যাচ, গোল ৮টি।

উত্তপ্ত শুনানিতে শিশুদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জাকারবার্গ

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন অভিযোগ তোলা পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের এক উত্তপ্ত জেরায় অংশ নিয়ে ক্ষমা চান তিনি।

ইনস্টাগ্রাম ও ফেইসবুকের মালিক মি. জাকারবার্গ সেনেটে উপস্থিত অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন 'এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কারো যাওয়া উচিৎ না'।

তিনিসহ টিকটক, স্ন্যাপ, এক্স ও ডিসকর্ডের প্রধান কর্মকর্তাদেরকে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে উভয় পার্টির সেনেটররা জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

আইনপ্রণেতারা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষার জন্য তারা কী করছেন।

প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট হর্তাকর্তাদের প্রশ্ন করার এটি একটি বিরল সুযোগ ছিল মার্কিন সেনেটরদের জন্য।

মি. জাকারবার্গ এবং টিকটকের সিইও শাও জি চিউ স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেও স্ন্যাপ, এক্স (আগের টুইটার) এবং ডিসকর্ডের প্রধানরা প্রাথমিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর তাদের প্রতি হাজিরার নির্দেশ জারি করে সরকার।

এই পাঁচজন প্রযুক্তি প্রধানের পেছনে বসে ছিল সেসব পরিবারগুলো, যারা বলে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্টের কারণে তাদের সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বা আত্মহত্যা করেছে।

প্রযুক্তি কর্তারা যখন সেনেট কক্ষে প্রবেশ করছিলেন, তখন পরিবারগুলোকে রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। সেইসাথে, আইনপ্রণেতারা যখন তাদেরকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছিল, তখন হাততালি দিচ্ছিল।

এই শুনানির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল, অনলাইনে যৌন হয়রানি থেকে শিশুদেরকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। কিন্তু এর বাইরেও পাঁচ ক্ষমতাশালী প্রযুক্তি কর্তাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয়, কারণ সিনেটররা তাদের এভাবে পাওয়ার সুযোগটাকে হাতছাড়া করতে চাননি।

বাইটডান্স নামক একটি চীনা কোম্পানির মালিকানাধীন টিকটকএর সিইও শাও জি চিউকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তার প্রতিষ্ঠান অ্যামেরিকান ব্যবহারকারীদের তথ্য চীন সরকারকে দেয় কিনা। উত্তরে তিনি তথ্য পাচারের বিষয়টি 'অস্বীকার' করেন।

মি. চিউ সিঙ্গাপুরের। কিন্তু তারপরও ইউএস সেনেটর টম কটন মি. চিউকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কখনও যুক্ত ছিলেন কিনা। উত্তরে মি. চিউ বলেন, সেনেটর, আনি সিঙ্গাপুরিয়ান।

মি. কটন তাকে আবারও জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কখনও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছেন?

উত্তরে মি. চিউ বলেন, না, সেনেটর। আমি আবার বলছি, আমি সিঙ্গাপুরিয়ান।

তিনি বলেন, তিনটি ছোট সন্তানের বাবা হিসেবে আমি বুঝতে পারছি যে আমরা আজ যে বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করছি, তা ভয়ংকর এবং অনেক বাবামায়ের জন্য দুঃস্বপ্ন।

এসময় তিনি এও স্বীকার করেছেন যে তার নিজের সন্তানরা টিকটক ব্যবহার করে না। কারণ হিসেবে তিনি সিঙ্গাপুরের নিয়মকে দায়ী করেন। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী, ১৩ বছরের কম বয়সী কেউ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না।

মেটা প্রধান মি. জাকারবার্গকে সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এই নিয়ে তিনি আটবার কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

একপর্যায়ে, রিপাবলিকান সেনেটর টেড ক্রুজ মেটাপ্রধানকে একটা ইন্সটাগ্রাম প্রম্পট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, মি. জাকারবার্গ, আপনি কী ভাবছিলেন?

মূলত এই প্রম্পটির কাজ হলো শিশু যৌন নিপীড়নের দৃশ্য বিষয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা এবং জানতে চাওয়া তারা এটি দেখতে চান কিনা।

যদিও মি. জাকারবার্গ এর পেছনে বিজ্ঞানসম্মত কারণ হিসেবে বলেন, তাদের একেবারে ব্লক করে দেওয়ার বদলে এমন কিছুর দিকে ধাবিত করা, যা তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে। তারপরও বিষয়টিকে 'ব্যক্তিগতভাবে দেখার প্রতিশ্রুতি' দিয়েছেন তিনি।

রিপাবলিকান সেনেটর জোশ হলে'র সাথে আরেকটি মতবিনিময়ের সময় মি. জাকারবার্গকে তার পিছনে বসে থাকা পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

তখন তিনি উঠে দাঁড়ান এবং শ্রোতাদের দিকে ফিরে বলেন, আপনারা যা কিছুর মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আমি দুঃখিত। এটি ভয়ানক।

আপনাদের পরিবার যে যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে গেছেন, তা আর কোনও পরিবারের ভোগ করা উচিত নয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কিশোরকিশোরী আত্মহত্যা করছে বলে দাবি অভিভাবকদের।

অগ্রগতি নিয়ে হতাশ সেনেটররা শুনানিটির মূল লক্ষ্য ছিল আইন প্রণয়নের প্রতি কোম্পানিগুলোর মনোভাব কী, সেটি বোঝার চেষ্টা করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সব কন্টেন্টের জন্য কোম্পানিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

এদিন ডিসকর্ডের জ্যাসন সিট্রন এবং রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা লিন্ডসে গ্রাহামের মধ্যে আইন নিয়ে বেশ উত্তপ্ত একটি আলোচনা হয়।

মি. গ্রাহাম অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কিত কংগ্রেসের কিছু বিল তালিকাভুক্ত করেছিলেন এবং মি. সিট্রনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি এগুলো সমর্থন করেন কিনা।

যদিও উত্তর দেয়ার জন্য মি. সিট্রনকে খুব বেশি সময় দেননি মি. গ্রাহাম। তবে এই স্বল্প সময়ে এটুকু মনে হয়েছে যে প্রায় সবগুলো বিল নিয়ে আপত্তি আছে ডিসকর্ড প্রধানের।

মি. গ্রাহাম শেষ করেছিলেন এভাবে, সুতরাং, আপনারা যারা এখানে আছে, আপনারা যদি মনে করেন যে এই লোকগুলো সমস্যা সমাধান করবে, তাহলে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে করতেই মরতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি বিশ্লেষক ম্যাট নাভারা বিবিসিকে বলেন, এই শুনানিটি অনেকগুলো শোডাউনের অনরূপ, যেখানে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজনীতিবিদের গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি মার্ক জাকারবার্গের ক্ষমা চাওয়ার মতো নিখুঁত ছবির সুযোগ।

তিনি আরও বলেন যে এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উভয় পক্ষের সেনেটররা একমত হয়েছেন বটে, কিন্তু এরপর কী হবে, সেটা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

আমরা এই শুনানিগুলো বারবার দেখেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তারা এখন পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য নিয়ম তৈরি করতে পারেনি, তিনি যোগ করেন।

আমরা এখন ২০২৪ সালে বসবাস করছি এবং সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যত কোনও নিয়ম নেই।

প্রযুক্তি কর্মকর্তারা এসময় 'কন্টেন্ট মডারেট' করার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কত সংখ্যক কর্মী আছে সেটি তুলে ধরেন।

বিশ্বে মেটা এবং টিকটকের ব্যবহারকারী সবচেয়ে বেশি। এই প্রতিষ্ঠান দু'টো বলছে, কন্টেন্ট মডারেশনের জন্য তাদের প্রত্যেকের ৪০ হাজার করে কর্মী আছে। এছাড়া, স্ন্যাপের আছে দুই হাজার ৩০০ জন এবং এক্সএর আছে দুই হাজার। ডিসকর্ড জানিয়েছে, তাদের কর্মী সংখ্যা এরচেয়ে কম, সেটি শতাধিক হবে।

ডিসকর্ড হলো একটা মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম। এটি কীভাবে তার প্ল্যাটফর্ম জুড়ে শিশু নির্যাতন শনাক্ত করে এবং তা প্রতিরোধ করে, সে বিষয়ে তাদেরকে আগেও প্রশ্ন করা হয়েছে।

শুনানির পর কিছু অভিভাবক বাইরে একটি সমাবেশ করেন এবং কোম্পানিগুলোকে দায়বদ্ধ রাখতে জরুরি ভিত্তিতে আইন পাশ করতে আইনপ্রণেতাদের আহ্বান জানান।

অনেক বাবামা ভাবতে পারেন যে আজ আমরা যে ক্ষতির কথা বলছি, তা তাদের পরিবারে কখনও প্রভাব ফেলবে না। একসময় আমিও এমনটা ভেবেছিলাম, বলেন জোয়ান বোগার্ড, যার ছেলে ম্যাসন ২০১৯ সালের মে মাসে মারা গিয়েছিল।

তিনি বলেন যে তার ছেলে টিকটকের একটি 'দম বন্ধ করে রাখার ট্রেন্ডে' অংশগ্রহণ করেছিল।

মুহূর্তের মাঝে এগুলো বাচ্চাদের ক্ষতি করে ফেলছে। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। তাই, আমাদের আইনপ্রণেতাদের জন্য 'কিডস অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট' পাস করার এখনই উপযুক্ত সময়।

আর্তুরো বেজার, একজন প্রাক্তন সিনিয়র স্টাফ মেম্বার যিনি ২০২৩ সালের নভেম্বরে কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনিও এই শুনানিতে ছিলেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, কিশোরকিশোরীদেরকে নিরাপদ পরিবেশের দায়িত্ব তাদের বাবামায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে মেটা। অথচ তারা একটি বাটনও যুক্ত করেনি, যার মাধ্যমে কিশোরকিশোরীরা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে পারবে।

এটি ছাড়া তারা কীভাবে একে কিশোরকিশোরীদের জন্য নিরাপদ করতে পারে?

যদিও এই শুনানির সময় মেটা বলেছে যে কিশোরকিশোরীদের অনলাইনে নিরাপদ পরিবেশ দেয়ার জন্য তারা ৩০টিরও বেশি টুলস এনেছে।

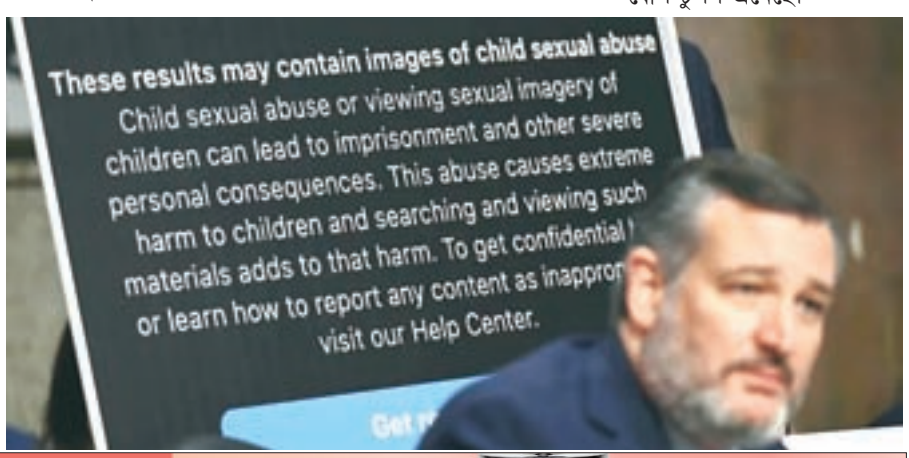

টুকরো খবর

৬০টি স্টল থাকবে এখানে যেখানে গোর্খা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন খাবার পোশাকআশাক এবং তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে

শিলিগুড়িঃ গোর্খা জাতিদের সংস্কৃতি এবং খাওয়ার নিয়ে শিলিগুড়িতে আযোজিত হতে চলেছে গোর্খা ট্রেডিশনাল এক্সহিবিশন। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানান আয়োজক সংস্থার সদ্যরা। আগামী ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ২৮ শে জানুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি মলে এই এক্সিবিশন আযোজিত হতে চলেছে। মোট ৬০টি স্টল থাকবে এখানে যেখানে গোর্খা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন খাবার পোশাকআশাক এবং তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। একইসঙ্গে আযোজিত হবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তার মধ্য দিয়েও গোর্খাদের রীতিনীতি তাদের নাচ গান আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

ভয়াবহ আগুন দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে সাতসকালে অগ্নিকাণ্ড। দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় পুরনো ফ্রিজের দোকানে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুরানো ফ্রিজ,এসি সরানোর দোকান এটি। আজ সকালে হঠাৎই বিস্ফোরণ আওয়াজ শুনতে পায় স্থানীয় প্রতিবেশীরা। এরপরে এসে দেখেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সাত সকালে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান,শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।

পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নকশালবাড়ি ঃ পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কের পাশে গভীর রাতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতের নাম সুশান্ত চৌধুরী মৃত শিলিগুড়িতে ভাড়া থাকতেন। জানা গিয়েছে এক বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। গতকাল কাজ থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দূর্ঘটনার কবলে পড়েই মৃত্যু অনুমান পুলিশের। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না প্রসঙ্গও এড়ালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধির রঞ্জন চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাহুল গান্ধীর উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডিয়া জোট নিয়ে একাধিক জোট বিরোধী মন্তব্যের মাঝেই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী জোট নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না প্রসঙ্গও এড়ালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধির রঞ্জন চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে AICC বলবেন বলে মন্তব্য করেন। এদিন তিনি কোচবিহার যাওয়ার পথে রায়গঞ্জে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে তিনি বেরিয়ে যান।

যারা গবাদী পশু নিয়ে প্রদর্শনি করেছিল তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে পুনস্কৃত করা হয়

কালিয়াগঞ্জ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রানী সম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে ১৯-২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রানী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।বুধাবার কালিয়াগঞ্জ প্রানী সম্পদ দফতরের সহযোগিতায় ব্লকের অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধিন অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, প্রানী সম্পদ আধিকারিক ড.মানিক লাল সাহা, সহকারি সভাপতি বুলি রায় বর্মণ,পঞ্চায়েত প্রধান ববিতা সরকার,মৎস ও প্রানী দফতরের কর্মাদক্ষ্য নূরি বেগম, পঞ্চায়ের সদস্যা সুবর্না রানী সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা।এদিন বেশ কিছু গবাদী পশুকে বিনামূল্যে ভেকশিন প্রদান করার পাশাপাশি পশু পালনের উপরে সচেতন করা হয় গ্রামীন মানুষদের।যারা গবাদী পশু নিয়ে প্রদর্শনি করেছিল তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।সরকারি উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষেরা।

প্রণোদনা তুলে নেওয়ায় কতটা ভুগতে হবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে?

ঢাকা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি পণ্যের উপর সরকারি নগদ প্রণোদনা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে। দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর ওপর এই সিদ্ধান্তের কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের খাত, তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা বলছেন এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে এই খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর। হারিয়ে যেতে পারে বিকল্প বাজার তৈরির সম্ভাবনা। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যেহেতু বেশ সময় নিয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে, তাই এটি খুব বেশি একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা নির্ভর এই কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতানির্ভর বাজারের দিকে ঝুঁকতে হবে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ ক্যালেন্ডার বছরে দেশের পোশাক রপ্তানি ৪৭.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত ৩০শে জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা দিয়ে থাকে সরকার। তৈরি পোশাক খাত ছাড়ার এর আওতায় রয়েছে, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি খাত, চামড়াজাত দ্রব্য, হাতে তৈরি পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, নানা ধরণের কৃষিপণ্য, হাল্কা প্রকৌশল পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য, হিমায়িত পণ্য, রাসায়নিক পণ্য ইত্যাদি। চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে অল্প অল্প করে এই প্রণোদনা কমিয়ে আনা হবে। সার্কুলারে বলা হচ্ছে, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে। উত্তরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি প্রণোদনা একবারে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে রপ্তানি খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সেই বিবেচনায় অল্প অল্প করে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে, তাই এই প্রণোদনা প্রত্যাহার করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে তারা কোনও রপ্তানি প্রণোদনা দিতে পারে না। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন হারে প্রণোদনা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে, শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্রব্যাক এর পরিবর্তে ৩, ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য অতিরিক্ত ১, নীট, ওভেন ও সোয়েটার খাতের সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ৪, নতুন পণ্য বা বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা হিসেবে ৩ এবং তৈরি পোশাক খাতে ০.৫০ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতে সব বাজারে সব পণ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ১ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয়া হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ এর জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.২৪ কমেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বৃহত্তম রপ্তানি বাজার জার্মানিতে এই সময়ে রপ্তানি ২০২২-২৩ জুলাই-ডিসেম্বরের তুলনায় ১৭.০৫ কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পোশাক রপ্তানির বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি আমেরিকায় ৫.৬৯ এবং কানাডায় ৪.১৬ কমেছে। গার্মেন্টস মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমই এর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বিগত যে কোনও সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে রপ্তানি খাতে সবচেয়ে বেশি টানাপড়েন চলছে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়লেও মুনাফা সেই হিসেবে বাড়ছে না। তিনি বলেন, মন্দার কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সব কিছুর উৎপাদন মূল্য বেড়ে গেছে। সেই হিসেবে রপ্তানির মূল্য বেড়ে গেছে। এক্সপোর্টের ভ্যালু (মূল্য) বেড়ে যাওয়া মানেই কিন্তু মালিকরা সেই টাকাটা পায় না। মালিকরা সিএম বা চুক্তি অনুযায়ী দাম পায়, জানাচ্ছেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
02:02:2024

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যেসব আলোচিত বই

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে নানা সময় ইতিহাস বিকৃতি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাজনীতিক বিতর্ক বা অশ্লীলতা - এমনসব কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও বইকে নিষিদ্ধ বা মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিতরণ ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, কোনোটি আবার প্রকাশের পর করা হয়েছিল বাজেয়াপ্ত। এসব বইয়ের মধ্যে কিশোর, ননফিকশন - উভয় ধরনের বইই রয়েছে। সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি কিংবা প্রকাশকদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ এবং বাজেয়াপ্ত এসব বইয়ের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে একক কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি, তবে প্রকাশনা খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বইয়ের সংখ্যা অনেক নয়। এর মধ্যে একাধিক বই নিষিদ্ধ হওয়ার পর মামলা করে আদালতের রায়ে পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেছে। অবিভক্ত ভারতে একসময় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কয়েকটি বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বই নিষিদ্ধ হয় নবকইয়ের দশকে। তবে, স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই কবিতা লিখে আলোড়ন ও বিতর্কের জন্ম দিয়ে এক পর্যায়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কবি দাউদ হায়দার।

মিয়ানমারে জান্তা সরকার কি ভেঙ্গে পড়ার হুমকিতে? চীনের কী ভূমিকা এখানে?

নেপিদো ঃ মিয়ানমারে তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির এক সদস্য শান প্রদেশে একটি উপাসনারয় পাহারা দিচ্ছে। এই শহরটি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে তারা দখল করেছে।

জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে মিয়ানমার পরিস্থিতি। দেশটির বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপের সাথে সীমান্তবর্তী প্রদেশে সামরিক সরকারের লড়াই এখন তুঙ্গে। এই সংঘাতের আঁচ মিয়ানমারের সীমান্ত ছাপিয়ে বাংলাদেশেও লাগছে গত বেশ কয়েকদিন ধরে। বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গুলি ও মর্টারের শব্দে প্রকম্পিত। এখানে আরাকান আর্মির সাথে তীব্র সংঘাত হচ্ছে মিয়ানমার সৈন্যদের।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরাও সতর্ক অবস্থানে আছে। তবে মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তে যারা বসবাস করছেন তাদের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক কাজ করছে।

রাখাইন অঞ্চলে আরাকান আর্মি যেভাবে শক্তি বাড়িয়ে বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছে তাদের বিচলিত হয়ে পড়েছে মিয়ানমার সরকার।

এখন থেকে তিন বছর আগে মিয়ানমারে অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসিকে কে হটিয়ে ক্ষমতা নেয় সামরিক সরকার।

এরপর থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় জান্তা বিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জোরালো হতে থাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। একই সাথে মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন তাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে তোলে। এসব গ্রুপও জান্তা সরকারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করে।

তিন বছরের মাথায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির শান ও রাখাইন প্রদেশে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।

মিয়ানমারের তিনটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে পরিচিত, তারা এ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

এই সংঘাত একটি ভিন্নমাত্রার ও জটিল বিষয়। এখানে নানা ধরণের পক্ষ জড়িত আছে, বলছিলেন ব্রাসেলাস-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের টম কিন।

পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই সংঘাত কিভাবে শেষ হবে তার কোন সুস্পষ্ট নিশানা দেখা যাচ্ছে না।

গত তিন বছরে এসব গোষ্ঠী মিয়ানমারে ৩০০'র বেশি সামরিক চৌকি এবং ২০টি শহর দখল করে নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে মিয়ানমারের সামরিক সরকার কি ভেঙ্গে পড়ার হুমকিতে আছে? প্রভাবশালী দেশ চীন এখানে কী ভূমিকা রাখছে?

বিদ্রোহীরা বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

চীনের ভূমিকা

মিয়ানমারের উপর একটা সময় চীনের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু সে প্রভাব এখন অনেকটাই খর্ব হয়েছে।

তারপরেও মিয়ানমার সামরিক জান্তা সরকার ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেব চীন রয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে চীনের মধ্যস্থতায় তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠী ও জান্তা সরকারের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সেটি কোন ফল দেয়নি।

এরপরেও বিভিন্ন স্থানে সংঘাত অব্যাহত আছে। তবে এই অস্ত্রবিরতি চুক্তি শুধু চীন সীমান্ত সংলগ্ন শান প্রদেশের জন্য।

এই প্রদেশটিতে ১৯৪৮ সালে মিয়ানমারের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সংঘাত চলমান আছে।

এই প্রদেশে বিদ্রোহীরা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সফলতা পেয়েছে। চীনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও শান প্রদেশে বিক্ষিপ্ত সংঘাত চলছে। তবে দেশের অন্য জায়গায় এই যুদ্ধবিরতি কোন কাজে লাগেনি।

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, চীন এখানে মধ্যস্থতা করেছে তার নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য। এখানে মিয়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গৌণ বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক থারাফি থান এশিয়ান টাইমসে এক নিবন্ধে লিখেছেন - মিয়ানমারের অস্থিরতা যাতে সীমান্ত ছাপিয়ে চীনের ভেতরে না যায় সে জন্য তারা বেশ উদ্বিগ্ন।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে বিবৃতি দিয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, চীনের সীমান্তে তাদের অধিবাসীদের ক্ষতি না করা এবং মিয়ানমারের ভেতরে চীনের প্রকল্পে যারা কাজ করছে তাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে নিশ্চয়তা দিয়েছে উভয়পক্ষ। এখানে উভয় পক্ষ বলতে সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং মিয়ানমারের সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে। এজন্যই চীন মিয়ানমারে অস্থিরতা শান্ত করার চেষ্টা করছে।

মিয়ানমার জান্তা সরকারের উপর চীন 'খুশি নয়' বলে উল্লেখ করেন ব্রাসেলাস-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের টম কিন।

কারণ, চীনের বিভিন্ন অপরাধীচক্র শান প্রদেশে কিংবা মিয়ানমারের ভেতরে বসে নানা ধরণের সাইবার অপরাধ, মাদক, মানব-পাচারের সাথে জড়িত।

বিষয়টি চীনের জন্য সমস্যা তৈরি করলেও মিয়ানমার জান্তা সেটি দমনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

টম কিন বলছিলেন, চীনের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের শান প্রদেশে অস্ত্রবিরতির জন্য চীন চেষ্টা করলেও রাখাইনে অস্ত্র বিরতি নিয়ে তাদের তেমন কোন তৎপরতা নেই।

আরাকান আর্মি যতদিন পর্যন্ত রাখাইনে চীনের স্বার্থের উপর আঘাত করবে না ততদিন পর্যন্ত চীন কিছু বলবে বলে মনে হয়না।

মিয়ানমারের যুদ্ধবিরতি চীনের চাওয়ার উপর এখন আর খুব বেশি নির্ভর করেনা। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে মিয়ানমারে যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের সাথে চীনের ভালো সম্পর্ক থাকে। এর আগে অং সান সুচির সরকারের সাথেও তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল।

আমার মনে হয় চলমান সংঘাতে চীন কোন পক্ষ নেবেনা। তারা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকেও মদদ দেবেনা, মিয়ানমার সামরিক সরকারকেও সাহায্য করবেনা, বলেন টম কিন।

ব্যাংকক-ভিত্তিক বিশ্লেষক ডেভিড স্কট ম্যাথিসন বলেন, মিয়ানমারে সংঘাতের সময় চীন চাইবে তার স্বার্থ রক্ষা করতে। চীন তার নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি জড়িত, বলেন মি. ম্যাথিসন।

তাছাড়া মিয়ানমার জুড়ে সব পক্ষকে একসাথে করে একটি যুদ্ধবিরতি করানোর সামর্থ্যও চীনের নেই বলেন মনে করেন মি. ম্যাথিসন।

মিয়ানমারে কোন ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন হলে সেটি চীন কিভাবে দেখবে সেটিও একটি বড় বিষয়। এক্ষত্রে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমলে নেবে চীন।

তবে মিয়ানমারে জান্তা বিরোধী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্মেন্ট বা এনইউজি, যারা দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত, তাদের ব্যাপারে চীনের আপত্তি রয়েছে বলে মনে করেন টম কিন। কারণ, ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টকে পশ্চিমা দেশগুলো সমর্থন দেয়।

যদিও এনইউজি এই ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করছে এবং তারা চীন নিয়ে একটি নীতিও প্রকাশ করেছে।

কিন্তু তারপরেও তারা যে পশ্চিমা-সমর্থিত নয় এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন বলে মনে করেন টম কিন।

মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে যদি স্থিতিশীলতা না আসে তাহলে সেটি চীনের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে থাকবে।

হুমকির মুখে সামরিক জান্তা?

ব্যাংকক-ভিত্তিক বিশ্লেষক ডেভিড স্কট ম্যাথিসন বলেন, মিয়ানমারের জান্তা সরকার হুমকির মুখে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের মুখে তারা সহসা ভেঙ্গে পড়বে কী না, সেটি এখন বলা কঠিন বলে তিনি মনে করেন।

মি. ম্যাথিসন বলেন, সংঘাত যেভাবে চলছে এবং সেনাবাহিনীর যে শক্তি আছে তাতে মনে হচ্ছে এটার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সেনাবাহিনীর পরাজয় হতেও পারে।

তবে, সেটা কতদিন লাগবে কিংবা সেটা কীভাবে হবে তা বলা কঠিন।

মিয়ানমারে এখন যে পরিস্থিতি সেটিকে নজিরবিহীন বলে বর্ণনা করছেন ব্রাসেলাস-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের টম কিন।

তিনি বলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মিয়ানমার জান্তা সরকার ভেঙ্গে পড়ার হুমকিতে আছে। এই সংঘাত মূলত রাখাইনে ও শান প্রদেশে সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। দেশের ভেতরের দিকে এখনো ছড়ায়নি।

এটা নিশ্চিতভাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া আরো জটিল করবে। আরাকান আর্মি রাখাইনে একটি রাজনৈতিক শক্তি। রোহিঙ্গারা যেসব এলাকায় বসবাস করতো এবং এখনো যেসব এলাকায় তারা বসবাস করে সেখানে আরাকান আর্মি তাদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

মি. ম্যাথিসন বলেন, রাখাইনে সংঘাতের কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বিলম্ব হবে। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো।

একটা যুদ্ধবিরতি হলেও সেটি টেকসই হবেনা বলে মনে করেন টম কিন। অস্ত্রবিরতি হলেও সংঘাত যে কোন সময় শুরু হবে। সেখানে একটা সংঘাতে পরিবেশ থাকবে সেখানে গিয়ে রোহিঙ্গারা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে না।

আরাকান আর্মির সাথে আলোচনা না করে সেখানে রোহিঙ্গাদের কিভাবে ফেরত পাঠানো যাবে? প্রশ্ন তোলেন টম কিন।

যদিও রোহিঙ্গাদের প্রতি আরাকান আর্মি দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তারা রোহিঙ্গাদের শত্রু মনে করেনা। তিনি মনে করেন, মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিকে সতর্কতার সাথে দেখতে হবে বাংলাদেশকে।

সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতায় জৈবচিকিৎসার ওপর জাতীয় সেমিনার

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ (সিসিআরএএস) এর অধীন - কলকাতার কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ২৯ - ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ জৈবচিকিৎসাসর গবেষণায় প্রবণতা - অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ (ট্রেন্ডস ইন বায়োমেডিকাল রিসার্চ - অ্যাডভান্সেস এন্ড চ্যালেঞ্জেস) শীর্ষক দুই দিনের জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হলো। সেমিনারটি নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ, গবেষক, ছাত্র এবং স্বাস্থ্য পেশাদারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বায়োমেডিকাল গবেষণায় সর্বশেষ অগ্রগতি এবং বাধাগুলির উপর সমালোচনামূলক আলোচনার হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির ডা. বিভা ট্যান্ডন, ইমামি গ্রুপের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান ডা. রাজীব রাই, ডা. জি. বাবু, সিএআরআই -কলকাতার পরিচালক এবং ড. অমিত কুমার দীক্ষিত, অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক সম্পাদক।

সেমিনারটি জিনোমিক্স থেকে শুরু করে জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রক হস্তক্ষেপের বিভিন্ন বিষয় কভার করে বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বারা আলোকিত মত ও আলোচনার সাক্ষী ছিল। ডাঃ ময়ুর পরিহার, টাটা মেডিকেল সেন্টার, কলকাতার সাইটোজেনেটিক্স এবং প্যাথলজির প্রধান, হায়দ্রাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি সিনিয়র প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট, ডাঃ হেম চন্দ্র ঝা, আইআইটিএর বায়োমেডিকাল রিসার্চের সহযোগী অধ্যাপক সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা ইন্দোর, আইপিজিএমইআর, কলকাতা থেকে প্রফেসর মিতালি চ্যাটার্জি, প্রফেসর এইচ.এস. পারমার, স্কুল অফ বায়োটেকনোলজি, দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর থেকে ডাঃ এ.কে. শ্রীবাস্তব, কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির বিজ্ঞানী, ডাঃ অমিত পাল, নাইসেড, কলকাতার বিজ্ঞানী, ডাঃ প্রদীপ কুমার নায়েক, সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাঃ বি. কে. সরকার, সহকারী পরিচালক (ফার্মেসি) ডাঃ অনুপম কে. মঙ্গল, সহকারী। ডিরেক্টর (ফার্মাকগনোসি) ডঃ শরদ ডি. পাওয়ার, সহকারী। পরিচালক (ফার্মাকোলজি), ডাঃ টি কে মন্ডল, সহকারী। ডিরেক্টর (আয়ুর্বেদ) এবং মিসেস মানসী দাস রিসার্চ অফিসার (রসায়ন) সেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ডঃ সুস্মিতা রায়, মিসেস শ্রেয়া দত্ত, ডাঃ রঞ্জিতা এক্কা, এবং মিঃ কল্যাণ হাজরা কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন।

অতিরিক্তভাবে, সেমিনারে সিএসআইআর, আইসিএমআর, জেআইএস ইউনিভার্সিটি, ইসিপিটি, মাকাউট, এনআইএইচ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিএআরআই, কলকাতার মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ৩১ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে উদ্দীপক মৌখিক উপস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সারা ভারত থেকে ১০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমাপনী অধিবেশনে বায়োমেডিকেল রিসার্চের ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা এর উপর একটি উদ্দীপক প্যানেল আলোচনা এবং একটি সমাপনী অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞান সিটি, এনসিএসএম, কলকাতার পরিচালক শ্রী অনুরাগ কুমার এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডেপুটি সিই ড. কে.এ.জে. বাবু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বায়োমেডিকেল গবেষণায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় রূপান্তরমূলক উদ্ভাবনের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রদান করা হয়।